একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্ম সমাজের

বক্তৃতা

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

কর্ত্তৃক

বিরচিত।
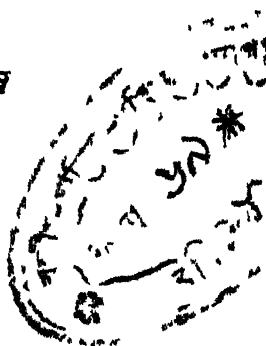
কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

১৭৮৩ শক।

বিজ্ঞাপন।

এই সকল বক্তৃতা কলিকাতার ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম সমাজে পঠিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে তাহা পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল।

এই সকল বক্তৃতা দ্বারা একটি ব্যক্তিরও যদি ধর্ম্মে মতি ও ঈশ্বরে শ্রদ্ধা উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

মেদিনীপুর,
১৭৮৩ শক

ঈশ্বরোপাসনা ও চরিত্র সংশোধনের কর্ত্তব্যতা।

প্রথম বক্তৃতা।

২৯ শ্রাবণ ১৭৬৮।

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীতি হইবেক, যে ঈশ্বরের দয়ার আর শেষ নাই—ক্ষমার আর পার নাই। দেখ এক শরীর বিষয়ে অহোরাত্র আমরা কত নিয়ম ভঙ্গ—কত অত্যাচার করিতেছি, যাহা আমারদিগের নিকটে অত্যাচারই বোধ হয় না, অথচ আমরা কত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। যিনি এই শরীর-বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ না করেন—যিনি আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা প্রভৃতি তাবৎ শারীরিক কার্য্য উপযুক্ত মত সম্পন্ন করেন, তিনি অতি অপূর্ব্ব সুখা-স্বাদন করেন। শরীরের স্বচ্ছন্দতা থাকিলে সুখ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। রাজা যদ্যপি হীরক-রচিত সিংহা-সনোপবিষ্ট হয়েন, আর সুগন্ধ-পুষ্প-বিস্তৃত কোমল শয্যোপরি শয়ন করেন, তথাপি চিররোগী হইলে তাঁহার তদ্দ্বারা সুখের সম্ভাবনা কি? যে সুস্থ-কায় কৃষক সমস্ত দিবস পরিশ্রম পূর্ব্বক কেবল শাকান্ন আহার করত পর্ণ-কুটীরে কাল যাপন করে, তাহার সুখের নিকটে সে রাজার সুখ

কোথায় থাকে? হা! জগদীশ্বরের করুণার কি সীমা আছে? তাঁহার নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক কর্ম্মে তিনি বিচিত্র সুখ সংযোগ করিয়াছেন। দিবারম্ভে মুখ প্রক্ষালন, স্নান, ব্যায়াম প্রভৃতি সমস্ত নিত্য কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পন্ন করিলে প্রফুল্লতার হিল্লোলে শরীর কিরূপ আর্দ্র হয়! কোন নীতি কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে চিত্তে কি হর্ষের উদ্ভব হয়! প্রভুর বদনে সন্তুষ্টির চিহ্ন-স্বরূপ ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিলে ভৃত্যের মনে কি আহ্লাদ উপস্থিত হয়! মনোযোগী ছাত্র স্বীয় আচার্য্যের হস্ত নিজ মস্তকোপরি স্থিত দেখিলে আপনার পরিশ্রমকে কিরূপ সার্থক বোধ করে! বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানানুশীলনে যে ব্যক্তি নিমগ্ন হয়েন, তাঁহার তন্নিষ্পন্ন সুখের পরিবর্ত্তে জগৎ সংসারের ঐশ্বর্য্য লইতে প্রবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠ পরোপকারী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি আনন্দ-মারুত মধ্যে চির জীবন যাপন করেন। গঙ্গা যেমন চির কাল গোমুখী হইতে নির্গতা হইতেছে. তাঁহার মন হইতে তদ্রূপ নির্ম্মল সুখ ক্রমাগত উৎপন্ন হইতে থাকে। ইতর ব্যক্তির হৃদয়ে তাহার অনুরূপ সুখ কি কখন উদয় হইতে পারে? স্নেহ-শূন্য মিথ্যা-প্রমোদ-দায়িনী গণিকাসক্ত পুরুষের রসোল্লাস হইতে এ সুখ যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা অনুধাবন করা অনেকের সুকঠিন। পরমেশ্বর কেবল এই সকল আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সুখ সংযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি অনায়াস-লভ্য বিবিধ সুখের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে মনোহর করিয়াছেন। কোন স্থানে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানের

সুসৌরভ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। কোন স্থানে বিহঙ্গ-কূজিত সুশব্দ কর্ণ-কুহরে অনবরত সুধা বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নবীন দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র রমণীয় শ্যাম বর্ণ দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে স্নিগ্ধ করিয়া তৃপ্ত করিতেছে। কুত্রাপি বা নির্ম্মল সরোবর স্থিত অরবিন্দ রূপ লাবণ্য দ্বারা চিত্ত হরণ করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীময় এই সকল বিস্তীর্ণ সুখের দ্বারাও পরমেশ্বরের কৃপা তাদৃশ ব্যক্ত হয় না, যাদৃশ আমারদিগের দুঃখাবস্থাতে তাহার উপলব্ধি হয়। যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদের দ্বারা আবৃত হই—যখন সকলে আমারদিগকে পরিত্যাগ করে, তখন তিনি পরিত্যাগ করেন না; তিনি তৎকালে আমারদিগের মনে তিতিক্ষাকে প্রেরণ করেন, যাহার সাহায্যে আমরা সমুদয় দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। হা! আমরা এই স্থানে—এই পৃথিবীতে কি করিতেছি। আমারদিগের এমত পাতা, এমত সুহৃৎ, এমত বন্ধুকে ভুলিয়া রহিয়াছি। আমরা আমারদিগকে স্বয়ম্ভূ—এই দেহকে নিত্য জ্ঞান করিয়া কাল ক্ষেপণ করিতেছি! এমত করুণাকরকে এক বার ভ্রমেও স্মরণ করি না! এই পৃথিবীতে কাহারও কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে তাহার প্রতি আমরা কত কৃতজ্ঞ হই, কিন্তু যাঁহার করুণা-স্রোতে আমরা অহর্নিশি সন্তরণ করিতেছি, যাঁহা হইতে আমরা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহাতে আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, যাঁহার দ্বারা আমরা তাবৎ সুখ সম্পত্তি লাভ

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

৯ পৌষ ১৭৬১ শক।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন।

সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

সেই পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপে প্রীতি পূর্ব্বক আপনার আত্মাকে অর্পণ করা এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা তাঁহার মুখ্য উপাসনা হইয়াছে। যাঁহা হইতে আমরা তাবৎ আনন্দ লাভ করিতেছি, আর যিনি তাবৎ পৃথিবীকে আমারদিগের নিমিত্তে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষণকের নিমিত্তে স্মরণ করা আমারদিগের মধ্যে অনেকে ভার বোধ করেন। যথার্থ বিবেচনা করিলে পরমেশ্বরের উপাসনা কোন ভার নহে। যখন সুগন্ধি রূপলাবণ্য বিশিষ্ট কোন মনোহর পুষ্প নিজ হস্তে রাখিয়া তাহার স্রষ্টার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারণ করি, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য রক্তিমবর্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আহ্লাদ-জনক কিরণ-সকলকে শিশিরশিক্ত দূর্ব্বাময় ক্ষেত্রোপরি বিস্তীর্ণ করিতে থাকেন, তখন যদ্যপি মনের সহিত কহি যে হা ঈশ্বরের কি বিচিত্র শক্তি! তখনই তাঁহার উপাসনা হয়।

যাহার তুষারাবৃত শৃঙ্গ গগন স্পর্শ করিয়াছে, এমত কোন বৃহৎ ও উচ্চ পর্ব্বত দর্শন করিয়া মন তাহার ন্যায় উচ্চ হইয়া যখন জগদীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করে, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রখর ক্ষুধার পর আহারকালীন প্রত্যেক গ্রাসে শরীর যখন তৃপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে পরমেশ্বরের নিকটে স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই তাঁহার উপাসনা হয়। পরমেশ্বরের উপাসনায় যে কি সুখ, তাহা যিনি যথার্থ রূপে উপাসনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন। ঈশ্বরের শক্তি ও করুণার চিহ্ন চতুর্দ্দিকে দেখিয়া যাঁহার চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কৃতজ্ঞতারসে মগ্ন হয়, তিনিই জানেন যে ব্রহ্মোপাসনার কি সুখ। এতদ্রূপ উপাসকের চিত্ত হইতে আনন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতে থাকে, সে আনন্দ কোন প্রকারে ক্ষীণ হয় না। যদিও কোন ধন-গর্ব্বিত ব্যক্তি তাঁহাকে অনাদর করেন, তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না। যিনি সকল সম্রাটের সম্রাট্, যাঁহার পদতলে পৃথ্বীস্থ প্রতাপান্বিত ভূপতিদিগের এবং স্বর্গস্থিত মহিমান্বিত দেবতাদিগের শোভনতম মুকুট নত হইয়া রহিয়াছে, তিনি তাঁহার বন্ধু, অতএব তিনি ক্ষুদ্র ধনীর ক্ষুদ্র দর্পের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কেন করিবেন? সমূহ দুঃখ দ্বারা আবৃত হইলেও যথার্থ ব্রহ্মোপাসক তাঁহার প্রিয়তমের সহবাসে সন্তুষ্ট থাকেন।

যে প্রেমাস্পদ পরম পুরুষ এতদ্রূপ নিয়ম-সকলের মধ্যে আমারদিগকে স্থাপিত করিয়াছেন, যাহা প্রতিপালন করিলে সুখের আর সীমা থাকে না; আর যিনি পৃথিবীস্থ তাবৎ

সুখ প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, যিনি আমারদিগের মনে এমত আশা গাঢ় রূপে স্থাপিত করিয়াছেন, যে এ লোক অপেক্ষা অন্য অন্য লোকে অধিক আনন্দ লাভ করিতে পারিব, হা! তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল না, আর যিনি ইহলোকে অল্প উপকার করেন তাঁহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল। বন্ধুর প্রতি যদি প্রীতি প্রকাশ না করা উচিত হয় না, পিতার প্রতি যদি ভক্তি না করা উচিত হয় না, এবং পাতার প্রতি যদি কৃতজ্ঞতা না করা উচিত হয় না, তবে যিনি আমার-দিগের এককালে পিতা, পাতা ও বন্ধু হয়েন, তাঁহাকে দিন দিন বিস্মৃত হইয়া থাকা কি উচিত হইল?

ব্রহ্মোপাসনার এক অঙ্গ তাঁহার প্রতি প্রীতি, আর এক অঙ্গ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। প্রথম অঙ্গ যথার্থ রূপে সম্পন্ন হইলে অপরাঙ্গ আপনা হইতেই উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়। যাঁহার সর্ব্বমঙ্গলালয় পরম পবিত্র পরমাত্মাতে নিষ্ঠা আছে—যিনি জানেন যে পৃথিবীর আমোদ স্থায়ী নহে, যিনি সংসারকে অনিত্য জানিয়া কেবল পরমেশ্বরকে নিত্য জ্ঞান করেন, এবং যিনি আপনার সন্নিকট ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখেন, তিনি কখন পাপ মোহে মুগ্ধ হয়েন না, তিনি কখন পাপের বিষ-পুরিত মধুরাবৃত কোমল স্বরে প্রবঞ্চিত হয়েন না—তিনি তাঁহার কর্ম্ম ও বাক্য ও মন প্রত্যেক ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন।

অলীক-সুখাসক্ত যুবকেরা কহেন যে মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থা

ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে, আর যৌবনাবস্থা কেবল আমোদ প্রমোদের নিমিত্তে হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে ইন্দ্রিয়-সকল যখন নিস্তেজ হয়, ও মনের বৃত্তি-সকল যখন দুর্ব্বল হয়, এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হইবার আর বড় অপেক্ষা থাকে না, তখন সম্যক্ রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কি সম্ভাবনা? হে পরমাত্মন্! যে বিষম কালে রিপু-সকল সম্পূর্ণ রূপে প্রবল ও তেজস্বী হয়, যে কালে সকল রিপুর প্রধান হইয়া কাম রিপু প্রচণ্ড জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তাবৎ শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে, সেই কালে যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া এবং মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া তোমার নিয়ম প্রতিপালন করে, সেই সাধু যুবা, সেই ব্যক্তিই ধন্য। হা! এমত ব্যক্তি কোথায়? যিনি যৌবনের প্রারম্ভে কহিতে পারেন যে আমার খ্যাতি কেবল ধর্ম্মপথে যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করে; আর এমত ব্যক্তি কোথায়? যিনি এই বাক্য চির কাল পালন করিতে পারেন, যদ্যপি এমত ব্যক্তি কেহ থাকেন, তবে তিনিই সাধু আর তিনিই ধন্য।

অলীক-সুখাসক্ত যুবকেরা ব্রহ্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি-দিগকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বোধ করে, কারণ তাঁহারদিগের ন্যায় কুৎসিত আমোদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। এতদ্রূপ যুবকেরা জ্ঞাত নহেন যে যে আনন্দ অনেক ব্যয় ও নানা কষ্টে তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, তদপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ-তর আনন্দ সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির বদনে সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে—তাঁহারা জ্ঞাত নহেন যে বহু-মূল্য ইন্দ্রিয়-সুখদ

দ্রব্য সেবাতে যৎকিঞ্চিৎ যে অস্থায়ী আমোদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার পরিবর্ত্তে স্থায়ী ও অনায়াস-লভ্য আমোদ সামান্য বস্তু মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের সামান্য সৃষ্টি দেখিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখ যে পুণ্যেতে সুখ সঞ্চয় হয় কি না? পরীক্ষা করাতে কোন হানি নাই; পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে যে পুণ্যের কি মনোহর স্বরূপ। হে পুণ্য! তোমার লাবণ্য যে স্পষ্টরূপে দেখিয়াছে সে তোমার প্রেমে মগ্ন হয় নাই এমত কখনই হইতে পারে না। প্রবল পবন প্রহার দ্বারা কুপিত জলধির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া কোন ব্যক্তি ভূমি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী হয়েন, তদ্রূপ পাপের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে পুণ্যের সহিত তাঁহার উত্তরোত্তর যত সহবাস হইতে থাকে, তত তাঁহার যে রূপ সুখের বৃদ্ধি হয় তাহা বর্ণনার অতীত। যাঁহার মন ঈশ্বরে বিশ্রাম করে, পরোপকারে রত থাকে ও সত্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নবান্, সেই ব্যক্তির নিকটে এই পৃথিবীই স্বর্গতুল্য হয়; তিনি কালে মুক্তি লাভ করেন, কালে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্য হয়, তিনিই কালে ব্রাহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মের সহিত বাস করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৃতীয় বক্তৃতা।

১১ মাঘ ১৭৭১।

উপাসিতব্যং।

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন যে যখন বিপদ্ কি অন্য কোন সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে তিনি আপনার অখণ্ড নিয়ম-সকল কখন উল্লঙ্ঘন করেন না, আর যখন কোন পৃথিবীস্থ রাজার ন্যায় স্তুতি বন্দনা তাঁহার তুষ্টিকর হয় না, তখন তাঁহার উপাসনার আবশ্যক কি। এরূপ আপত্তি-কারকেরা বিবেচনা করেন না যে যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি মঙ্গল অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যিনি জল বায়ু আলোক প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু-সকল এমৎ প্রচুররূপে দিয়াছেন যে সে সকল মূল্য দিয়া আহরণ করিতে হয় না, যিনি মনের ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত বিদ্যার নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি ভাবি বালকের পোষণ নিমিত্ত মাতার স্তনে দুগ্ধসঞ্চর করেন, যিনি কি পুণ্যবান্ কি পাপী, কি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ কি নাস্তিক, সকলেরই উপজীবিকা বিতরণ করিতেছেন, আর পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেও এবং প্রভুর কোপে জীবিকাচ্যুত হই-

লেও যিনি বাস ও জীবিকা প্রদান করিতে ক্ষান্ত না হন, হা! তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করা কি উচিত বোধ হয় না? যখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইল তখন পিতা, পাতা ও বন্ধু স্বরূপে তাঁহার প্রতি আমারদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাও সাধন করিতে হইবেক। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ"। "পরমেশ্বর আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি"। হে অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা! তোমারদিগের পিতাকে তোমরা স্মরণ না কর, তাঁহার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা না কর, কিন্তু তিনি তোমারদিগের প্রতি যেরূপ করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে, তাহা অত্যন্ত আনন্দ-জনক। জগদীশ্বর যত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই এক নিয়ম যে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিলে অত্যন্ত সুখোৎপত্তি হয়। বোধাতীত সুকৌশল-সম্পন্ন মহৎ বিশ্বকার্য্য আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রতিপন্ন করা যে কি আনন্দ-জনক তাহা বাক্য-পথের অতীত। সে সুখ যে ব্যক্তি যথার্থরূপে আস্বাদন করেন, তাঁহার নিকট পৃথিবীর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও শোভনতম মুকুট-সকল তুচ্ছ বোধ হয়। যখন মন ঈশ্বরের কার্য্য-সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার মহিমা স্বভাবতঃ এই রূপ কীর্ত্তন করে যে "হে পরমাত্মন্! তোমর মঙ্গলানন্দোৎ-

পন্ন এই বিচিত্র জগৎ কি আশ্চর্য্য রচনা! কি নিরুপম কৌশল! কি অনন্ত ব্যাপার! ভূরি ভূরি গূঢ় কার্য্য সহিত এই এক ভূলোকই কি প্রকাণ্ড পদার্থ! এই ভূমণ্ডল অপেক্ষা অতুল পরিমাণে বৃহত্তর কত অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোক গগনমণ্ডলে বিস্তৃত রহিয়াছে! অন্ধকার রজনীতে ঘন-বর্জ্জিত আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র-গহন কি অগণ্যরূপে প্রকাশ পায়! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, সূর্য্যের পর সূর্য্য! এমং সূর্য্য-সকলও আছে, যাহারদিগের রশ্মি নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অদ্যাদি আসন্ন হইতে পারে নাই! হে জগদীশ্বর! তোমার শক্তি বাক্য মনের অগোচর! এমত ব্রহ্মাণ্ড তুমি এক কালে সৃজন করিলে, তুমি চিন্তা করিলে আর এ সমস্ত তৎক্ষণাৎ হইল! তোমার জ্ঞানের কথা কি কহিব? যখন এক বৃক্ষপত্রের রচনা আমরা এক্ষণ পর্য্যন্তও সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে পারি নাই, তখন আমরা তোমার জ্ঞান-সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা কি প্রকারে পার হইব? দিবা রাত্রি ও ষড়্‌ ঋতুর কি সুচারু বিবর্ত্তন! পঞ্চভূতের পরস্পর সামঞ্জস্য কি চমৎকার নিয়ম! জীব-শরীর কি পরিপাটী শিল্প-কার্য্য! মনুষ্যের মন কি নিগূঢ় কৌশল! তুমি সৃষ্টির সময়ে যে সকল নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলে, অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম দ্বারা জগতের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে; প্রথম দিবসে তোমার সৃষ্টি যেরূপ মনোহর দর্শন ছিল, অদ্যাপি তাহা সেইরূপ মনোহর দর্শন রহিয়াছে। মহৎ তোমার কীর্ত্তি, জগদীশ্বর! অনন্ত তোমার মহিমা!

কোন্ মন তোমাকে অনুধাবন করিতে পারে? কোন্ জিহ্বা তোমাকে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়"? যখন ঈশ্বরের কার্য্য আলোচনা করিয়া মন এপ্রকারে আপনা হইতেই সেই পরম পাতার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে, তখন সে কি বিপুল ও বিমলানন্দ সম্ভোগ করে! যাঁহার করুণা-রূপ পূর্ণচন্দ্র আমারদিগের সকলের প্রতি সমানরূপে কিরণ বর্ষণ করিতেছে, যিনি ইহকালে মঙ্গল বিতরণ করিয়া পরকালে ক্রমে অধিকতর মঙ্গল বিতরণ করিবেন, যিনি অবশেষে আমারদিগকে এক আনন্দ-পরিচ্ছদ প্রদান করি-বেন যাহা কখনই জীর্ণ হইবেক না, তাঁহাকে প্রীতি-রূপ পুষ্প দ্বারা পূজা না করিয়া আর কাহার পূজা ক-রিব? কর্ত্তব্য কর্ম্ম অথচ পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ-জনক ব্রহ্মো-পাসনা সুচারুরূপে সম্পাদন করা, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যাহাতে উত্তরোত্তর গাঢ় হয়, তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্থায়ী হয়, এমত অভ্যাস করা জীবনের মুখ্য কর্ম্ম হইয়াছে। প্রতীতি হইতেছে যে পরমেশ্বর যে নিত্য পূর্ণ সুখের অবস্থা আমারদিগকে প্রদান করিবেন তাহার সুখ কেবল এই সুখ। হে পরমাত্মন্! প্রীতি-পূর্ণ মনের সহিত তোমার অলোচনার সময়ে যে সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল মহ-দানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখন প্লাবিত হয়, তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে সেই আনন্দই তুমি চিরস্থায়ী কর, তাহা হইলে আমি পরিত্রাত ও কৃতার্থ হইলাম।

কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনাতে এপ্রকার আনন্দ প্রতিভাত হয়

না, এপ্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যদ্যপি সেই উপাসনার এক অঙ্গ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন না হয়। যেমন রাজার নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহাকে কেবল অভিবাদন করিলে তাঁহার নিকট তাহা গ্রাহ্য হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনা তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে ঈশ্বর-জ্ঞান তাহাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এক্ষণে অনেকের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান কোন আমোদ-জনক বিদ্যার ন্যায় অলোচিত হইয়া থাকে, কার্য্যের সময় তাহা কিছুই প্রকাশ পায় না। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! নরক-স্বরূপ তোমার মনের সহিত সেই পরিশুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কি প্রকার তোমার ভরসা হয়? সুমধুর স্বরে অতি পরিপাটীরূপে বেদ পাঠই কর, আর ভূরি ভূরি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্লোক কণ্ঠস্থই থাকুক, আর সুচারুরূপে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের সন্দেহ সুতর্ক দ্বারা নিরাকরণই কর, তথাপি অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে? বরঞ্চ পরমেশ্বর অজ্ঞ পাপী অপেক্ষা বিদ্বান্ পাপীর প্রতি অধিক রুষ্ট হয়েন। অন্ধ ব্যক্তি কূপে পতিত হইয়া থাকে; চক্ষু থাকিতে কূপে পতিত হইলে কোন প্রকারে ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। বিদ্বান্ পাপী অপেক্ষা অজ্ঞ সাধু মহত্তর ব্যক্তি। হে বিদ্বন্!

আমি মানিলাম যে তুমি বিবিধ শাস্ত্রে অতি ব্যুৎপন্ন, জ্ঞানোপদেশ প্রদানে অতিদক্ষ, নানা শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি সমীচীন শ্লোক-সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিতে পার, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার চরিত্র শোধন না কর, তোমার ব্যাখ্যাত উপদেশ-সকল কার্য্যেতে পরিণত না কর, সে পর্য্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থবাহক চতুষ্পদ তুল্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়-লোল ব্যক্তি দ্বারা কখন লব্ধ হয়েন না। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"। অশান্ত অসমাহিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরের নিয়ম কি সুচারু, কি সুখাবহ! মন রিপু-সকল বশে রাখিয়া ও হিতৈষণা দ্বারা আর্দ্র থাকিয়া কি সুস্থ ও প্রফুল্লতা দ্বারা জ্যোতিষ্মাণ থাকে! ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, চরিত্র শোধনে প্রথম অনেক কষ্ট বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া পরিশেষে অপর্য্যাপ্ত সুখলাভ হয়। অদ্য তুমি নিত্য আচরিত কুকর্ম্ম হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হও, কল্য নিবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে; এইরূপ তুমি ক্রমে পাপরূপ পিশাচীর দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। ধর্ম্মাচল আরোহণ করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে আরোহণ করিলে শান্তির সুমন্দহিল্লোল-সেবিত পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ-কুঞ্জে অবস্থিতি করত মুমুক্ষু ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হয়েন তাহা বর্ণনাতীত।

ইহা নিঃসন্দেহ যে সেই আনন্দের স্বরূপ যদি এক বার পাপাত্মা ব্যক্তির প্রতি প্রতিভাত হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিরত হইতে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হয়। ধর্ম্ম কি রমনীয় পদার্থ, ধর্ম্মের কি মনোহর স্বরূপ! "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি" ধর্ম্ম সকলের পক্ষে মধু-স্বরূপ, ধর্ম্ম হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। "হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি"।

চতুর্থ বক্তৃতা।

১১ মাঘ ১৭৭২ শক।

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে তিনি মধ্যে মধ্যে আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েন। কত দূর আমি পাপ হইতে বিরত হইয়াছি; কত দূর আমার ধর্ম্মপথে মতি হইয়াছে; কত দূর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিয়াছে; এই প্রকার

আত্ম-জিজ্ঞাসা অত্যন্ত আবশ্যক। যখন বিষয় কর্ম্মের বিরাম হয়, যখন আমোদ-কোলাহল শ্রুত হয় না; তখন নির্জ্জনে আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে আমার জীবন এত অধিক গত হইল কিন্তু মনুষ্য-নামের কত দূর উপযুক্ত হইলাম, মন কত দূর পরিষ্কৃত হইল, সম্মুখে যে অশেষ নিত্য কাল রহিয়াছে, তাহার নিমিত্তে কি সম্বল করিলাম! দেখা যাইতেছে যে সাংসারিক বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিলে সে প্রীতির সার্থকতা হয় না। যাঁহার গুণবতী প্রিয়তমা ভার্য্যার বিয়োগ হইয়াছে, কিম্বা যিনি সাংসারিক দুঃখকে নিরাশ করিবার এক মাত্র উপায়-স্বরূপ প্রিয়তম বন্ধুকে হারাইয়াছেন, কিম্বা বৃদ্ধাবস্থার যষ্টি-স্বরূপ যাঁহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তিনিই জানিয়াছেন যে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিবার সার্থকতা কি? হা! আমরা এখনও পর্য্যন্ত কি নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? নিত্য কালের তুলনায় এই জীবন কি পল মাত্র নহে? ঐহিক ঐশ্বর্য্যের সহিত কি পরম পুরুষার্থের তুলনা হইতে পারে? হে কর্ম্মদক্ষ পুরুষ! আমি স্বীকার করিলাম যে বিষয় কর্ম্মে তুমি অতি সুচতুর, কিন্তু যে চতুরতার ফল নিত্যকাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিবে, সে চতুরতা কত দূর আয়ত্ত করিলে? হে বিদ্বান্! আমি স্বীকার করিলাম যে তুমি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা আপনার লক্ষণ ও স্বভাব জানা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার চরিত্রকে পবিত্র করা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা

আপনার মনকে পরব্রহ্মের প্রিয় আবাসস্থান করা যায়, সে বিদ্যাতে তোমার কত দূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছে? পাপ প্রবেশ সময়ে আমারদিগের সতর্ক হওয়া উচিত; ইন্দ্রিয় নিগ্রহে— চরিত্র শোধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া উচিত; প্রত্যহ আত্ম-জিজ্ঞাসা করা, আত্ম-সংবাদ লওয়া উচিত; পূর্ব্বকৃত পাপ সকলের নিমিত্তে অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করা আমারদিগের আবশ্যক, যে তিনি পাপীদিগের পক্ষে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন, যে যদ্যপি আমরা পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত না হই, তবে আমারদিগের আর নিস্তার নাই। "হে পরমাত্মন্! তোমার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার শাস্তিভয়ে কোথায় পলায়ন করিব? গুহা কি গহ্বরে, কাননে কি সমুদ্রে—কি পরলোকে, সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য, সর্ব্বত্রই তোমার শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল তোমার করুণার উপর—তোমার মঙ্গল-স্বরূপের উপর আমার নির্ভর, অতএব পাপ তাপ হইতে আমার মনকে মুক্ত কর, এমত পাপাচরণ আর করিব না"। এই প্রকার অনুতাপ করিলে আর ভবিষ্যতে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে করুণা-পূর্ণ পরম পিতা আত্ম-প্রসাদ-রূপ অমৃতরস সেই ব্রণক্ষিপ্ন চিত্তোপরি সিঞ্চন করেন। নিষ্পাপ হওয়া, চরিত্র শোধন করা মহৎ কর্ম্ম হইয়াছে। নিষ্পাপ না হইলে—চরিত্রকে পবিত্র না করিলে, ব্রহ্মেতে মনের প্রীতি

হয় না, সুতরাং সেই পরম সুখ লাভ হয় না, যেখানে “ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ” যে সুখ মনেতে অনুভব করা যায় না, যে সুখ বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না, যে সুখ প্রাপ্তি সকল কামনার শেষ হইয়াছে। অতএব হে ব্রাহ্ম-সকল! তোমরা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হও এবং আপনার মনকে পবিত্র করিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের সহবাসী হইবার উপযুক্ত হও।

পঞ্চম বক্তৃতা।

৬ ভাদ্র ১৭৭৫ শক।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

প্রীতি কি রমনীয় বৃত্তি! এ উৎকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থতা কোন মর্ত্ত্য পদার্থ দ্বারা হয় না। অতএব মন স্বভাবতঃ তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়, যাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, যিনি পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ, যিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। যখন আমরা বিবেচনা করি যে যিনি নিত্য ও নির্ব্বিকল্প, পরিশুদ্ধ ও পরাৎপর, তিনিই আমারদিগের জীবনের কারণ ও সকল সুখ দাতা, তিনিই আমারদিগের পিতা ও সুহৃৎ, তিনিই প্রত্যেক শ্বাস ও প্রশ্বাসে আমারদিগের উপকার করিতেছেন, তিনিই শিশু সন্তানের রক্ষার এক মাত্র উপায়-স্বরূপ মাতার

মনে প্রগাঢ় স্নেহ স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কি পুণ্যবান্ কি পাপী, সকলেরই পালনার্থ তৃষিত মেদিনীর উপর অমৃতরূপ বারিধারা বর্ষণ করেন, তিনিই সকল প্রীতির প্রস্রবণ, তিনিই প্রেম-স্বরূপ ; তখন মন তাঁহারই প্রতি প্রীতি-প্রবাহ প্রবাহিত করিতে স্বভাবতঃ অগ্রসর হয়। যখন সুখ কেবল প্রীতিতেই আছে, তখন যিনি সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রতি প্রীতিতে অত্যন্ত সুখ, তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তাঁহাকে একান্ত প্রীতি করা কি পর্য্যন্ত না কর্ত্তব্য হইয়াছে। ইহা যথার্থ বটে যে পুত্র ও বিত্তের প্রতি প্রীতি ঈশ্বরের নিয়মানুগত, কিন্তু এ সত্য যেন সর্ব্বদা আমামারদিগের মনে জাগরূক থাকে যে পুত্র ও বিত্ত হইতে অনন্ত গুণে এক প্রিয় পদার্থ আছেন, যিনি আমারদিগের পরম বন্ধু, যিনি শোভা ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত সমুদ্র ও কেবল যাঁহার সহিত সহবাসের ভূমা সুখ মনের অনন্ত আশাকে পূর্ণ করিতে পারে, আর যিনি আম্যরদিগের পরা গতি হয়েন।

ঈশ্বর-প্রীতির লক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম নিষ্ঠা। ঈশ্বরকে পিতা মাতা সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার উপাসনায় কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হওয়া, তাঁহার সহিত সহবাস ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে না পারা, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহা ব্যতীত আর অন্য কিছু প্রার্থনা না করা, তাঁহাকে পাইবার জন্য সতৃষ্ণ হওয়া ঈশ্বর-প্রীতির যথার্থ লক্ষণ হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি কেবল কৃতজ্ঞ হইলে যে তাঁহাকে প্রীতি করা

হইল এমত নহে; প্রীতি কৃতজ্ঞতা হইতে উচ্চ ও ব্যাপক-ভাব। এই ভাবেতে কৃতজ্ঞতা ভুক্ত আছে; এই ভাব প্রকৃত ধর্ম্মের জীবন-স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহার মন সর্ব্বা-শ্রয় ঈশ্বরেতে অর্পিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার নিকট তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে মহান্ আনন্দ অনুভব হয়, যাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত হইতে অন্তঃস্ফূর্ত্ত্য ঈশ্বর-গুণ-কীর্ত্তন সর্ব্বদা উদ্ভব হইতে থাকে, যাঁহার মন তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরের নিকট অহর্নিশি সঞ্চরণ করে ও তাঁহাতে রমণ করে; তাঁহাকেই পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বলা যায়। সর্ব্বদা তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে তিনি অত্যন্ত ইচ্ছুক, কারণ তাঁহার সকল ক্রীড়া ও সকল আমোদ, সকল রতি ও সকল সুখ, সেই এক স্থানে একীভূত হইয়াছে। সাংসারিক গুরু বিপদও তাঁহার মনকে তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, কারণ তিনি সেই পদার্থ পাইয়াছেন, যাহা লাভ করিলে অপর লাভকে লাভ জ্ঞান হয় না, যাঁহাতে স্থিত থাকিলে গুরু দুঃখও মনকে বিচলিত করিতে পারে না।

যাঁহার প্রিয় ঈশ্বর, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎও তাঁহার প্রিয়; যাঁ-হার প্রীতি ঈশ্বরেতে স্থাপিত হয়, তাঁহার প্রীতি অতি বিশুদ্ধ হইয়া সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত হয়। যেখানে অন্য লোকে ধনের বা যশের বা মানের বা সাংসারিক সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম করে, তিনি সেখানে কেবল তাঁহার উদ্দেশেই কার্য্য করেন। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই তাঁহার লক্ষ্য।

সাধুসঙ্গ ঈশ্বর-প্রীতির প্রচয়িতা। ঈশ্বর-প্রীতি মনেতে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য সর্ব্বদা সেই সঙ্গে থাকা উচিত, যে-খানে তাঁহার কথা সর্ব্বদা উপস্থিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানানু-শীলন, ব্রহ্ম-প্রীতির উদ্দীপন, সাধু সঙ্গ ব্যতীত আর কি প্রকারে হইতে পারে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"। সঙ্গের গুণ এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। কোন মনুষ্যের সঙ্গিকে জানিলে বলা যাইতে পারে যে সে কি প্রকার মনুষ্য। যখন সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নি-কেতনে প্রত্যাগমন করিলে সেই সঙ্গের অভাবে মনে ক্ষোভ উপস্থিত হইবে, তখন নিশ্চয় জানিবে যে তোমার কল্যাণ হইবার পথ হইয়াছে। সাধুসঙ্গেতে পরম রমণীয় অপ-রিসীম আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে সাধু ব্যক্তির অধিষ্ঠান-রূপ পূর্ণচন্দ্র উদয়, যেখানে ঈশ্বর-মহিমা-বর্ণন-রূপ শ্রবণ-মনোহর সঙ্গীত শ্রুত হইতে থাকে, যেখানে আমারদিগের প্রকৃত স্বদেশের সুমন্দ সুগন্ধ সমীরণের আ-ভাস প্রবাহিত হইতে থাকে, সেখানে সুখের অভাব কি।

ঈশ্বর-প্রীতির ফল ঐহিক ও পারত্রিক সুখ। প্রিয়তমের জগতে কি ভয় ও কি দুঃখ, এমত মনে করিয়া ঈশ্বর-প্রেমী সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন। সকলই প্রীতি-স্বরূপ পদার্থের কার্য্য জানিয়া তিনি জগৎকে নিরন্তর প্রীতির নয়নে দেখেন; তিনি জগৎকে কি অনির্ব্বচনীয় দৃষ্টিতে দেখেন তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহার প্রিয়তমের সূর্য্য কি শোভার সহিত উদয় হয়, তাঁহার প্রিয়তমের পূর্ণচন্দ্র

কি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণকে আহ্লাদিত করে, তাঁহার প্রিয়-তমের সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোল তাঁহার নিকট কি উল্লাস বহন করে, তাঁহার প্রিয়তমের অটবী-নিঃসৃত বিহঙ্গ-কূজিত সুশব্দ তাঁহার হৃদয়ে কি আহ্লাদ সঞ্চার করে, তাহা তিনিই জানেন; অন্য লোকে তাহা কি অনুধাবন করিবে। বিশেষতঃ পারত্রিক দৃষ্টি যাহা অন্যের সম্বন্ধে এক ক্ষীণ প্রতীতি মাত্র, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এক দৃঢ় প্রত্যয়; সেই পারত্রিক সুখাশা সদানন্দরূপ অমৃত দ্বারা তাঁহার চিত্তকে নিরন্তর সুধাভিষিক্ত রাখে; পারত্রিক সুখ প্রত্যাশারূপ চন্দ্র তাঁহার দুঃখ-রজনীকে সুস্নিগ্ধ সুরম্য জ্যোতি দ্বারা আবৃত করে। তাঁহার হৃদয়স্থিত পুণ্য-পাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে সর্ব্বদা এই আশ্বাস-বাক্য বলিতেছেন যে "খিন্ন হইবে না, আমার যে ভক্ত সে কখন বিনাশ পাইবে না"। যে সকল কুতর্কবাদিগের মানসিক নয়নেতে পরকাল কোন প্রকারেই প্রতিভাত হয় না, তাহাদিগের মধ্যে তিনি দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়া বলেন, যে আমার যে সুহৃৎ, আমার যে শরণ, তিনি আমাকে কখনই বিস্মরণ হইবেন না, তিনি তাঁহার উৎসাহ-জনন আহ্লাদকর মুখ দ্বারা চির কাল আমাকে রক্ষা করিবেন। শীত ঋতুর অবসানে যখন বসন্ত-সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন যে অননুভূত-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব সুখানুভব হয়, সেই প্রকার সংসাররূপ শীত ঋতুর অবসানে মোক্ষরূপ বসন্তের উদয়ে যে এক অননুভুত-পূর্ব্ব বাক্য মনের অগোচর সুখ সম্ভোগ হইবে, তাহার প্রত্যাশাতে তাঁহার মন

সর্ব্বদা সন্তোষামৃত উপভোগ করে; মোক্ষ-প্রতিপাদক বাক্য শুনিলে বিদেশীয় নগরে স্বদেশীয় রাগিণীর গীত শ্রবণের ন্যায় বা বিদেশীয় অরণ্যে স্বদেশীয় পুষ্পের আ-ঘ্রাণ পাওয়ার ন্যায় তাঁহার ভাব হয়। তিনি এই ঈশ্বর-প্রীতিরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় ও জগতের প্রিয় হইয়া সদানন্দ-চিত্ত থাকেন। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন"। ইনি ইহাঁর কুলকে পবিত্র করেন, ইহাঁর জননীকে কৃতার্থ করেন, এই বসুন্ধরাতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বসুন্ধরাকে পুণ্যবতী করেন। অতএব হে গুরুভারাক্রান্ত মনুষ্য-সকল! প্রীতিরূপ পুষ্প দ্বারা সেই পরম পাতার উপাসনা কর যে আরাম পাইবে।

ষষ্ঠ বক্তৃতা।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৬ শক।

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা॥

পুণ্যই মনের প্রকৃতাবস্থা, পাপই মনের বিকৃতাবস্থা। যাহার মন পাপ দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, সে পুণ্যের মনোহর সুখাস্বাদনে অসমর্থ। যে ব্যক্তি এমন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, যাহাতে মৃত্তিকা ভক্ষণ ভাল লাগে, সে সুস্বাদ মিষ্টান্ন ভক্ষণে কোন সুখ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি দীর্ঘ

কাল পর্য্যন্ত আলস্য-শয্যায় পতিত থাকিতে ভাল বাসে, সে প্রাতঃকালের সুস্নিগ্ধ স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন ও বিচিত্র-বর্ণ-বিভূষিত বেশে প্রভাকরের সুরম্য উদয় দেখিতে অনিচ্ছুক। যে ব্যক্তি চন্দ্রাতপ নিম্নে উৎসব সমাজে বর্ত্তিভার আলোকে নিত্য কাল ক্ষেপণ করিতে ভাল বাসে; সে সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করত রমণীয় পুষ্প-কাননে ভ্রমণ করিতে চায় না। যিনি পাপ-পঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিশুদ্ধ পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করেন, তিনিই জানিতে পারেন মনের সুস্থ অবস্থা কি, আর অসুস্থ অবস্থাই বা কি। তিনি অশুদ্ধ তড়াগের বদ্ধ জল পান পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বত-পার্শ্বে বিনির্গত পরম পবিত্র উজ্জ্বল উদক পান করিয়া তৃপ্তি-সুখ লাভ করেন, তিনি গ্রীষ্মজনক ক্ষুদ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সেই রমণীয় কাননে স্থিত হয়েন, যে-খানে আত্ম-প্রসাদরূপ সুগন্ধ সমীরণ সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে ও আশারূপ বৃক্ষ মনোহর মুকুল ধারণ করিয়াছে। শারীরিক রোগের সহিত পাপরূপ রোগের প্রভেদ এই, যে শারীরিক রোগ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এই পাপরূপ রোগ বিষয়ে অনেকের তদ্রূপ হয় না। যে শৃঙ্খলা-বদ্ধ ক্ষিপ্ত আপনার শৃঙ্খলাকে চুম্বন করত স্বীয় অবস্থাতে আহ্লাদ প্রকাশ করে, তাহার দশা কি কৃপার বিষয়! আহা! এ দারুণ রোগ হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় কি? এক উপায় আছে। যেমন অনেক দিবস সুপথ্য সেবন ও নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম সম্পাদন দ্বারা রোগী-সকল শারীরিক

উৎকট রোগ হইতে বিমুক্ত হয়, সেইরূপ ক্রমাগত বিরতি অভ্যাস ও সাধুসঙ্গ সেবন দ্বারা পাপরূপ রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারা যায়। আমরা যত্ন করি কই? এ গুরুতর বিষয়ে যেরূপ যত্ন করা আবশ্যক, তাহার শতাংশের একাংশও করি না। কেবল পুণ্যের মনোহর গুণ ব্যাখ্যান, পাঠ বা শ্রবণ ও তাহার সুললিত সৌন্দর্য্য বর্ণন করিলে কি হইবে? পুণ্য অনুষ্ঠাতব্য পদার্থ, আমারদিগের তাহা অভ্যাস করিতে হইবে। আমারদিগের এ বিষয়ে আর অবহেলা করা উচিত হয় না। কাল যাইতেছে। মৃত্যু সন্নিকট। অদ্য রাত্রি আমারদিগের মধ্যে কাহার শেষ রাত্রি হইবে, কে বলিতে পারে? কল্য কেন? পরশ্ব কেন? অদ্য রাত্রি অবধি কেন আমরা প্রতিজ্ঞারূঢ় না হই যে আমরা পাপের দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হই—মনুষ্য হই—মহৎ হই—সাধু হই—সেই অমৃত ধামের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করি? যিনি অদ্য এ স্থান হইতে এমত স্থায়ি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, তিনিই আমার প্রণিপাতের যোগ্য। এই অনাবৃত বায়ুর ন্যায় তাঁহার আশা অনাবৃত হইবে; এই অনন্ত আকাশের ন্যায় তাঁহার সুখ অনন্ত হইবে। তিনিই জানিতে পারিবেন, যে পুণ্য কেন "প্রাণদ" শব্দে উক্ত হইয়াছে, আর পুণ্য কি অপূর্ব্ব গতির সহায় হইয়াছে।

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যং স্থানংস্ম গচ্ছতি।
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।

সংসারের অনিত্যতা।

প্রথম বক্তৃতা।

১৯ চৈত্র ১৭৬৮ শক।

সয়আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

প্রীতির শৃঙ্খল সর্ব্বব্যাপী; এই শৃঙ্খলে সকল পদার্থই বদ্ধ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রেম স্থাপন করিয়া অনেকে ক্রন্দন করিতেছে।

অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রেম অনেক যন্ত্রণাদায়ক, কারণ অনিত্য বস্তুর কোন স্থিরতা নাই। অদ্য রাজা, কল্য দরিদ্র; অদ্য মহোল্লাস, কল্য হাহাকার; অদ্য অভিনব বিকশিত পুষ্পতুল্য লাবণ্যযুক্ত, কল্য ব্যাধি দ্বারা শুষ্ক ও শীর্ণ; অদ্য পুত্রের সুচারু বদন দর্শন করিয়া আনন্দিত হওয়া, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করা; অদ্য পুণ্যবতী রূপবতী গুণবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যার সহ-বাসে সুখেতে দ্রব হওয়া, কল্য তাহার লোকান্তর গমনে কেবল মনে তাহার প্রতিমা মাত্র রহিল, ইহাতে হৃদয়কে বিদীর্ণ করা; হায়! হায়! কিছুই স্থির নাই। ঐ যুবা পুরুষ যিনি কর্ম্মভূমিতে প্রথমারোহণ কালীন সৌভাগ্য বশতঃ বিষয় ও আমোদের অনুগত হইয়া সময়ের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, পৃথিবী যাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট বর্ণদ্বারা ভূষিত হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোল যাঁহার নি-

কটে উল্লাস বহন করিতেছে, আশাতে যাঁহার প্রফুল্ল চিত্ত নৃত্য করিতেছে, হা! তিনি এই দুর্ঘের বর্ত্মে আর কত দিবস ভ্রমণ করিবেন! শমন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে পদনিক্ষেপ করিতেছে। অদ্য বুধবাসরে এই সমাজে আমরা যে উপবিষ্ট আছি, সকলেই কি আগামী বুধবাসর পর্য্যন্ত অবশ্যই জীবিতবান্ রহিব? হা! এসংসারের এই সকল নিগূঢ় ভাব ভাবিতে হইলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে, বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া মনের বৃত্তি-সকল স্তব্ধ হয়, বিষাদ ঘন দ্বারা জগৎ আবৃত হইয়া অন্ধীভূত হয়।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এ প্রকার দুর্ভাবনার এক মাত্র ঔষধ স্বরূপ হইয়াছে। যিনি ঈশ্বরের সহিত প্রীতি করেন, তিনি কখন শোক করেন না; তিনি সকল বস্তুকে অনিত্য জ্ঞান পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরকে নিত্য জানিয়া সংসারের কন্টকময় পথে লৌহদণ্ডের ন্যায় গমন করেন; দুঃখ তাঁহার নিকটে সঙ্কুচিত হয়। স্ত্রী পুত্র বন্ধু পরিজন তিনি পান্থশালার আত্মীয়ের ন্যায় জ্ঞান করেন। ধন অপহৃত হইলে তাঁহার কি হইবে? তিনি তাঁহার ধন এমন স্থানে সংস্থিত করিয়াছেন যেখানে অপহরণ অসম্ভব, যেখানে কাল পর্য্যন্ত আপনার হরণশক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। যদ্যপি তিনি ক্বচিৎ ঘোরতর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, তথাপি তিনি ভীত হয়েন না; তিনি এইরূপ বিবেচনা করেন যে যদ্যপি দুর্ঘটনা অত্য-

স্তুই হয়, তবে মৃত্যুই হইবেক, ইহার অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে। কিন্তু মৃত্যুকে তিনি সুখের বিষয় জ্ঞান করেন, কারণ প্রেমানন্দ বিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় লোকে তাঁহার আত্মা ধাবিত হইতে ব্যগ্র রহিয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রীতির অনুপম শক্তি দ্বারা কেবল আপনার ক্লেশ ক্ষীণ করেন এমত নহে; প্রবোধ দ্বারা অন্যের দুঃখ সান্ত্বনা করিতে যত্নবান্ হয়েন। কোন স্থলে এক যুবা তাঁহার শান্তা সুশীলা প্রিয়তমার শমনাধিকৃত মুখচন্দ্রকে নেত্র-সলিলে আর্দ্র করিতেছেন; তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন, যে হে ভগ্নচিত্ত! তুমি কাহার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছ? তোমার প্রিয়তমার কি বিয়োগ হইয়াছে? যিনি তোমার যথার্থ প্রীতির পাত্র, তাঁহার উপরে জন্ম ও মৃত্যুর অধিকার নাই; সেই সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে মন নিমগ্ন কর, তাঁহার সহিত প্রীতি কর তবে নিত্য সুখ ভোগ করিবে; মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ভঙ্গুর বস্তুর প্রতি জ্ঞানান্ধ হইয়া তোমার প্রেম স্থাপন করিবে না। কোন স্থানে এক তরুণ-বয়স্ক পুত্র উপার্জ্জনশীল অথচ অসঞ্চয়ী পিতার দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া আসিতেছিলেন, অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগে আপনাকে সংসার মধ্যে একাকী ও নিরাশ্রয় দেখিয়া শোকেতে মুহ্যমান হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন, যে হে যুবা! তুমি কাহার নিমিত্ত বিলাপ করিতেছ? তোমার পিতার কি বিয়োগ হইয়াছে? যিনি এই জগতের পিতা তিনিই তোমার পরম

পিতা; সাহসকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে স্মরণ কর ও তাঁহার নিয়ম পালন কর, তিনি তোমাকে সুখী করিবেন ও সংসারের বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানে এক ব্যক্তি তাঁহার দুঃখার্দ্ধকারী ও সুখ-দ্বিগুণকারী বন্ধুর মৃত্যুতে পৃথিবীকে অরণ্য জ্ঞান করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই ধীর ব্যক্তি এইরূপ কহেন, যে হে শোকার্ত্ত! তুমি কাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ? তোমার মিত্রের কি বিয়োগ হইয়াছে? তোমার মিত্র এইক্ষণেই তোমার নিকটে আছেন, তিনি এই ক্ষণেই তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন; তাঁহার সহিত নিত্য বন্ধুতা কর, তাঁহার সংসর্গে চির দিন থাকিয়া নির্ম্মল পরমানন্দ সম্ভোগ কর।

"ঈশ্বর প্রতি ভয় জ্ঞানের আরম্ভ; ঈশ্বর প্রতি প্রেম জ্ঞানের শেষ।" প্রীতি বিহীন যে উপাসনা সে উপাসনাই নহে; সে উপাসনা নীরস বৃক্ষের ন্যায় কোন ফল প্রদান করে না। যিনি আনন্দ-স্বরূপ, যিনি মঙ্গল-স্বরূপ, যিনি সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য, যিনি আমারদিগের শেষ গতি ও একমাত্র সুহৃৎ, তাঁহাকে এক বার মগনস্ক হইয়া ভাবিলে কাহার মনে প্রীতির উদয় না হয়? ঈশ্বর প্রতি প্রীতিতে ঐহিক সুখ হয়; ঈশ্বর প্রতি প্রীতিতে পারত্রিক সুখ হয়। সেই প্রীতিতেই স্বর্গ হয়, সেই প্রীতিতেই মুক্তি হয়। মোক্ষাবস্থাতে কেবল প্রেমের ব্যাপার। পূর্ণ ও নিত্য সুখ যাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেই ব্যস্ত, এবং যাহার অভাবে পৃথিবীস্থ সকল কবিরা বিলাপ করিতেছেন, তাহা

কেবল সেই মোক্ষাবস্থায়—সেই অখণ্ডনীয় প্রেমাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ঈশ্বর প্রতি প্রীতি অপেক্ষা কোন্ পদার্থ শ্রেষ্ঠতর আছে? হে পরমাত্মন্! যখন সংসারের দুঃখরূপ ধূলি আমারদিগের মনেতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তোমার প্রেম দ্বারা আমারদিগের চিত্তকে প্রক্ষালিত করিয়া আনন্দ-রসে প্লাবিত কর।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

১ পৌষ ১৭৬৯ শক।

নিত্যোঽনিত্যানাং।

কেবলই পরিবর্ত্তন সকলই অনিত্য। জগতের সকল বস্তুরই পরিণাম আছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থাতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কত মহাপ্লাবন হইয়াছে, কত জীবশ্রেণী নষ্ট হইয়াছে, কত স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। যে স্থলে এই ক্ষণে পর্ব্বত, সে স্থলে কখন সমুদ্র ছিল; যে স্থলে এইক্ষণে সমুদ্র, সে স্থলে কখন পর্ব্বত ছিল; সেই আদিম সমুদ্র ও পর্ব্বত এতদ্রূপ জাতীয় জলচর ও স্থলচর জন্তু-সকলের আশ্রয় ছিল, যাহারদিগের সাদৃশ্য এইক্ষণে দৃষ্ট হয় না, যাহারদিগের প্রকাণ্ড ভীষণ শরীরাংশ-সকল এইক্ষণে কেবল মৃত্তিকা কিম্বা পর্ব্বত অন্তরস্থ স্তরে প্রস্তরীভূত দৃষ্ট হয়। এইরূপ পৃথিবীর কত

পরিবর্ত্তনের পর মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে ; যে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি-কালের নির্ণয় হয় না, সে জাতিও কোন কালে নষ্ট হইবেক। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থাতে তদুপরি কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও কত পরিবর্ত্তন হইতেছে। মনুষ্যের শৈশবাবস্থার শরীরের এক অণুমাত্রও প্রৌঢ়াবস্থার শরীরে থাকে না, শৈশবাবস্থার জ্ঞান ও প্রৌঢ়াবস্থার জ্ঞান কত ভিন্ন। মত ও ভাব বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, প্রীতি বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, স্নেহ বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, মান বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, ধন বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, সৌন্দর্য্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, শারীরিক সুস্থতা ও বীর্য্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুখের পরিবর্ত্তন হইতেছে। যখন দুঃখভোগ করা যায় তখন এতদ্রূপ মনে হয় যে এ দুঃখের আর শান্তি হইবেক না, যখন সুখভোগ করা যায় তখন মনে হয় যে এ সুখের কি শেষ হইবে ; কিন্তু দুঃখেরও পরিবর্ত্তন আছে, সুখেরও পরিবর্ত্তন আছে, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"। এক দিবস অন্য দিবসের ন্যায় সমান নহে, এক বর্ষ অন্য বর্ষের ন্যায় সমান রূপে গত হয় না। যে সকল স্থান পূর্ব্বে আনন্দ গান দ্বারা ধ্বনিত হইত, তাহারা এইক্ষণে নিরানন্দ ও নিস্তব্ধ, আর পূর্ব্বে যে সকল স্থান নিরানন্দ ও নিস্তব্ধ ছিল, তাহারা এইক্ষণে আনন্দ গান দ্বারা ধ্বনিত। এক স্থানে নব সৌভাগ্য বিরাজ করিতেছে, অন্য স্থানে নব দুর্ভাগ্য হৃদয়কে

বিদীর্ণ করিতেছে—শোচনাতে রাত্রিকে জাগরণাধিকরণ দিবস স্বরূপ করিতেছে। এক স্থানে নূতন ঐশ্বর্য্যবন্ত ব্যক্তির অট্টালিকা অপূর্ব্ব শোভা দ্বারা চক্ষুকে আমোদিত করিতেছে, অন্য স্থানে দুস্থ ধনাঢ্যের ভগ্ন নিকেতনোপরি অশ্বথ বৃক্ষ আপনার মুল-সকল নিবদ্ধ করিতেছে। বৃহৎ অরণ্য-সকল ছেদন হইয়া নগরের আধার হইয়াছে, মনুষ্য-কোলাহল-পূর্ণ নগর-সকল অরণ্যে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। এই স্থান যাহা এই ক্ষণে সুমধুর ব্রহ্ম সংগীত দ্বারা পবিত্র হইতেছে, ইহাও কোন কালে অরণ্যস্থ ব্যাঘ্রের ভীষণ নাদ দ্বারা ধ্বনিত হইত। হা! কত কত সুশোভিত মহানগর জন-সমূহের কলরবে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যস্ততাতে পরিপূর্ণ ছিল, এইক্ষণে কতকগুলি ইষ্টক ব্যতীত সেই সকল নগরের চিহ্ন মাত্রও নাই, কেবল বৃহৎ স্তব্ধ ক্ষেত্র বিস্তারিত আছে। পূর্ব্বকালে কত কত মহাবল পরাক্রান্ত গৌরবেচ্ছু ভূপাল-সকল আপনারদিগের প্রতাপে পৃথিবীকে কম্পমান করিয়াছিলেন—ভয়ঙ্কর নদী পর্ব্বত অরণ্য তুচ্ছ করত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া নূতন দারুণ জাতিদিগের মধ্যে জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন, সেই সকল ভূপালেরা এইক্ষণে কোথায় গমন করিয়াছেন। এ দেশের ইংরাজ ভূপতিরা আপনাদিগের মহিমা কি বিস্তৃত করিয়াছেন। যাঁহারদিগের নাম মেদিনীর সর্ব্বস্থানে শ্রুত হইতেছে, যাঁহারদিগের প্রতাপে পৃথিবীস্থ সকল জাতিরা ভীত, যাঁহারদিগের বাস্পীয় রথ-সকল তড়িৎ সম দ্রুত

বেগে গমন করিয়া আরোহীদিগের মনোভীষ্ট অনতি-বিলম্বে সুসিদ্ধ করিতেছে, যাঁহারদিগের বাষ্পীয় পোত-সকল জল ও বায়ুর অত্যাচার অতিক্রম করিয়া সাগর-বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক মহাবেগে গমনাগমন করিতেছে, যাঁহারদিগের জাতীয় পতাকা সমুদ্র-তরঙ্গ মধ্যে পোতোপরি সর্ব্বদাই উড্ডীয়মান দৃষ্ট হয়, এমত জাতিরও দোর্দণ্ড ও সৌভাগ্য কোন সময়ে বিনাশ পাইবেক, এমত জাতিরও প্রধান রাজধানীস্থ অপূর্ব্ব মহান্ অট্টালিকা-সকলের পতিত ভগ্নাবশেষোপরি উপবিষ্ট হইয়া অভিনব সভ্য জাতীয় লোক মানবীয় মহিমার অনিত্যতার প্রতি চিন্তা করিবেক। পূর্ব্বকালে কত কত কবি ছিলেন, যাঁহারা আপনারদিগের মানসোদিত শোভন ভাব-সকল চিরস্থায়ী করিবার বাসনায় কাব্য প্রবন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিলেন; কত কত সুমধুর গায়ক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা আপনাদিগের ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারা চিত্তকে সুধার্দ্র করিতেন—মনকে পরম সুখে অবগাহন করাইতেন; কত কত চিত্রকর ও ভাস্কর বিরাজ করিয়াছিলেন, যাঁহারা পট এবং প্রস্তরোপরি বস্তু-সকলের যথার্থ প্রতিরূপ আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, হা! তাঁহারদিগের কোন কীর্ত্তি কোন স্মরণীয় চিহ্ন বর্ত্তমান নাই, কোন বৃত্তান্ত নাই, নাম পর্য্যন্ত পৃথিবীতে লোপ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে কত কত গৌরবান্বিত ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা অনিত্য মহিমা-জনিত প্রমাদ ও গর্ব্বে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিতেন, মৃত্যু ভাবনা তাঁহারদিগের মনে এককালে উদ-

য়ই হইত না; কিন্তু এইক্ষণে এমত স্থির নাই যে যে কোন ভূমি খণ্ডের উপর আমরা পদনিক্ষেপ করি, তাহা কোন কালে কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তির শরীরের অংশ না ছিল। পৃথিবীতে যে সকল বস্তু অতীব সুখজনক রূপে বর্ণিত হয়, সে সকল অচির। নবযৌবন অচির, সৌন্দর্য্য অচির, প্রেম অচির। হায়! যে জ্ঞানি ও সাধু-চরিত্র বন্ধুর প্রত্যেক বাক্য সুধাময় জ্ঞান হয়, যাঁহাকে স্মরণ করিলে পুলকিত হইতে হয়, তিনি এই রঙ্গভূমি পৃথিবী হইতে কখন্ নিষ্ক্রান্ত হইবেন, কিছুই স্থির নাই। স্ত্রী পুত্র পরিবার ও বিষয় বিভব ঐশ্বর্য্যের কথা কি কহিব? প্রত্যূষে দেখিলাম এক তরুণবয়স্ক পুত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেক, আশা ও ভরসায়, বাসনা ও কল্পনায়, বীর্য্য ও উদ্যমে পরিপূরিত, হায়! সে শয্যায় আর সে শয়ন করিলেক না, সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বীর্য্য ও উদ্যম পূর্ণ শরীর ভস্মসাৎ হইল। মধ্যাহ্ন সময়ে এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি প্রফুল্ল বদনে উজ্জ্বল নয়নে বলিষ্ঠ চিত্তে কার্য্য স্থানে গমন করিলেন, কিয়দ্দণ্ড পরে তাঁহাকে বিষণ্ণ বদনে ম্লান নয়নে ভগ্নচিত্তে প্রত্যাগমন করিতে হইল; তাঁহার কার্য্য ও ব্যবসায়ের বিনিপাতে তাঁহার আবাসবাটী তাঁহার পিতৃ পুরুষদিগের নিকেতন পর্য্যন্ত অন্যের অবাসস্থান হইল। পৃথিবীর সকল বস্তুই নাশের দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন। এক এক সময়ে এতদ্রূপ বোধ হয় যে যে সকল পদার্থ অতীব শোভনতম তাহারাই নাশ্যতম।

যখন সংসারের অনিত্যতা মনে প্রকৃতরূপে প্রকাশ পায়, তখন কোথায় বেশ বিন্যাস? কোথায় হাস্য পরিহাস্য? কোথায় বা প্রেমবিলাস? কোথায় ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র শোভনতম আড়ম্বর? কোথায় প্রতাপ বিশিষ্ট পদের উচ্চ মহিমা? কোথায় নিজ যশ বিস্তারের বিবরণ শ্রবণ? কোথায় প্রিয়তম বন্ধুর বসন্তসম আহ্লাদকর সাক্ষাৎকার? কোথায় বা প্রিয়তমা ভার্য্যার সরল চিত্ত-দ্রবকারি প্রিয় ব্যবহার? কোথায় বা শিশু সন্তানের সুমিষ্ট অর্দ্ধস্ফুট ভাষা? কিছুতেই আর সুখী করিতে পারে না।

এমত সময়ে কেবল সেই এক সংস্বরূপ পদার্থ ও তাঁহার সহিত নিত্য সহবাসের অবস্থাকে চিন্তা করিয়া চিত্ত সুস্থির হয়, যে পদার্থ আমারদিগের পরা গতি ও যে অবস্থাতে উত্থিত হইলে অখণ্ড শাশ্বত আনন্দ, অনবরত উৎসারিত হইতে থাকে। মনুষ্যের যে নিজোন্নতির বাসনা আছে, তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না; পূর্ণ পরিশুদ্ধ অবিনাশী ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন পদার্থের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া প্রীতির সার্থকতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সেই আমারদিগের নিত্য ধাম; এই সকল লোক কেবল ভ্রমণ পথে এক এক পান্থশালা মাত্র। উত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুকা-ক্ষেত্রে পরিব্রজন সময়ে শ্রান্ত পথিক যদ্যপি জ্ঞাত থাকেন যে কিয়দ্দূর পরেই হেমবর্ণ সুমিষ্ট ফলালম্বন তরুমাণ নির্ম্মল শীতল জল প্রস্রবণশালী এক রমণীয় উদ্যান আছে, তখন তিনি যদ্রূপ বর্ত্তমান ক্লেশকে

ক্লেশ বোধ করেন না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এই ক্ষণিক সংসার পার অখণ্ড আনন্দযুক্ত এক নিত্যধাম আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত জানিয়া সাংসারিক দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না। হা! কি মনোরম কি শোভনতম দৃশ্যের দ্বার উদ্ঘাটন হইতেছে ও চিত্তকে অনির্দ্দেশ্য পরম সুখ দ্বারা প্লাবিত করিতেছে! হে পরমাত্মন্! "অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"।

তৃতীয় বক্তৃতা।

২৯ চৈত্র ১৭৭৬ শক।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্টলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবাযান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥

আহা! ঐ ওষ্ঠদ্বয় হইতে যে পরম পবিত্র তেজোময় অমৃত-ময় সদ্বক্তৃতা বিনির্গত হইয়া আমারদিগের চিত্তকে দ্রবীভূত করিত, তাহা আর বিনির্গত হইবেক না! ঐ চক্ষু, যাহা আ-নন্দোৎফুল্ল হইয়া সহস্র সহস্র মনে উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিত, তাহা আর দীপ্তি পাইবেক না! ঐ হস্ত, যাহা জগ-তের হিতজনক কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত, তাহার আর স্পন্দন হইবেক না! ঐ শরীর, যাহা প্রিয় গ্রন্থকারের প্রবন্ধ পাঠ সময়ে প্রেম-পুলকে লোমাঞ্চিত হইত, তাহা আর চৈতন্যের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিবেক না। কি আশ্চর্য্য

পরিবর্ত্তন! যিনি কত ব্যক্তির ভর্ত্তা, কত ব্যক্তির প্রভু, কত ব্যক্তির সুহৃৎ, কত ব্যক্তির আশ্রয়, কত ব্যক্তির পথ-প্রদর্শক, কত ঐশ্বর্য্যের স্বামী ছিলেন, তিনি মৃত্যুরূপ ইন্দ্রজালের যষ্টির এক বার স্পর্শমাত্রে ঐ সকল সম্বন্ধ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলেন। মৃত্যু কি ভয়ানক শব্দ! সেই শব্দ উচ্চারণ মাত্র আমোদ-কোলাহল একেবারে স্তব্ধ হয়, রিপু-সকল কম্পিত কলেবরে ক্রন্দন করে, হৃদিশ্রিত কামনা-সকল আর্ত্তনাদ করত মন হইতে অন্তর্হিত হয়। মৃত্যুর নিকট ব্যক্তির বিচার নাই। স্ত্রী ও পুরুষ, ধনী ও দরিদ্র, শূর ও পণ্ডিত, গুরু ও শিষ্য, ভিষক্‌ ও রোগী, ক্ষীণ ও বলবান্‌, যুবা ও বৃদ্ধ, সুন্দর ও কুৎসিত, ধার্ম্মিক ও পাপী, সকলেই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর নিকট স্থানেরও বিচার নাই। মৃত্যু রাজভবনে প্রবেশ করে, মৃত্যু পর্ণকুটীরে সমাগত হয়। মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাকে, কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারীকে, গ্রন্থালয়ে পণ্ডিতকে, ধ্যানাগারে যোগীকে, ক্রীড়া-কাননে ভোগীকে, আক্রমণ করে। মৃত্যুর নিকট সময়েরও বিচার নাই। এখনই আমারদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ হয়, তাহা কে বলিতে পারে? এবিষয়ে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ব্বল। হে নিদারুণ মৃত্যু! তুমি সময়ের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য কর না। যখন নব উদ্বাহিত দম্পতীর প্রকৃত উদ্বাহ স্বরূপ পরস্পর প্রণয়ের সঞ্চার হইতে থাকে, তখনও তুমি তাহারদিগের একটীকে অপরের আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন কর; তুমি বৃদ্ধ পিতা মাতার ক্রোড় হইতে নব

উৎসাহ-পূর্ণ আশাবর্দ্ধক যৌবনান্বিত একটিমাত্র পুত্রকেও অপহরণ কর; তুমি নূতন কীর্ত্তি সম্পন্ন পুরুষকে তাহার সকল পরিশ্রম সার্থককারী পরম মনোরম পুরস্কার সাধারণ-প্রশংসাধ্বনি উপভোগ করিতে দেও না। সম্পদের গৌরব, বিপদের লঘুত্ব; সম্রাটের প্রতাপ, কৃষকের ক্ষুদ্রত্ব; রাজার অত্যাচার, প্রজার সহিষ্ণুতা; প্রভুর মদ, দাসের ধৈর্য্য; গুণির দম্ভ, নির্গুণের নম্রতা; ধনীর উল্লাস, দরিদ্রের ক্ষোভ; কর্ম্মঠের পরিশ্রম, অলসের নিরুদ্যম, সকলেরি পর্য্যাপ্তি মৃত্যুতে হইয়াছে।

মৃত্যু আমারদিগকে সাংসারিক সমস্ত সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করে ও কোন ব্যক্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। এই জন্য সকল শত্রু অপেক্ষা মনুষ্য তাহাকে অত্যন্ত ভয়ানক শত্রু জ্ঞান করে, কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিলে মৃত্যু আমার-দিগের শত্রু নহে। তাহা কি শত্রু, যাহা সংসার-সমুদ্রের পরিবর্ত্তনরূপ ঊর্ম্মি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই শান্তি-নি-কেতনে যাইবার এক মাত্র পন্থা হইয়াছে? যাহা এই অ-সম্পূর্ণ অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই নিত্য পূর্ণ সুখের অবস্থাতে যাইবার এক মাত্র সোপান হইয়াছে? যাহা সমুন্নত বৃত্তি সমন্বিত হইয়া ঈশ্বর জ্ঞান ও প্রীতিরস সম্যক্ রূপে পান করিবার এক মাত্র উপায় হইয়াছে? সেই পূর্ণা-বস্থাই যথার্থ জীবন, এই জীবন সেই জীবনের পথ-স্বরূপ। যেমন তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকারে আবৃত কোন অ-জ্ঞাত রমণীয় কানন সুধাকরের উদয়ে উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান

করে, সেইরূপ পারলৌকিক জীবনের স্ফূর্ত্তিতে মৃত্যুরূপ রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া পারলৌকিক আনন্দে কৃতার্থ করে। কিন্তু পরলৌকিক সুখ ধার্ম্মিকের পক্ষে সম্ভব, পাপীর পক্ষে নহে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির মৃত্যু শিশির বিন্দু পতনের ন্যায় নিঃশব্দ ও শান্ত, পাপী ব্যক্তির মৃত্যু সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড ও উগ্র। যেমন উত্তপ্ত বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরুভূমি পরিব্রজন সময়ে উপদ্বীপ-স্বরূপ তৃণ ও বৃক্ষাচ্ছাদিত প্রস্রবণশালী দূরস্থ ভূমি খণ্ডের প্রতি পথিকের চক্ষুঃ স্থির থাকে, সেইরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনশ্চক্ষু ইহ সংসারে সেই পরলৌকিক সুখের প্রতি স্থির রহিয়াছে। অতএব সেই সুখ উপস্থিত হইবার উপক্রম সময়ে তিনি কেন দুঃখিত হইবেন ? তাঁহার মৃত্যুর সহিত সেই অভাগার মৃত্যুর তুলনা কর, যে অন্তিম শয্যায় পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ পূর্ব্বক অনুতাপ-বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া মনে করে "হা! আমি কোথায় যাইতেছি! আমার গতি কি হইবে! সকল সময় অতীত হইয়াছে! এক্ষণে আর উপায় নাই!" অতএব মৃত্যুকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া অল্পে অল্পে ইহ লোকে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক, যেহেতু ধর্ম্মই কেবল অন্তিম কালে ক্ষীণতার এক মাত্র অবলম্বন ও পরলোকের এক মাত্র সহায়।

তিতিক্ষা ও সন্তোষ।

প্রথম বক্তৃতা।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯ শক।

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতোভবেৎ।

এই সুখ দুঃখময় পৃথিবীতে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিরা এইরূপে খেদ করেন যে পৃথিবী কেবল দুঃখের আলয়; যে পৃথিবীতে রোগ জরা মৃত্যুর আর বিশ্রাম নাই, শোক বিলাপ ক্রন্দনের আর শেষ নাই—যে পৃথিবীতে এক অসুখের কারণ নিরাকরণ না করিতে অন্য এক অসুখের কারণ উপস্থিত হয়—যে পৃথিবীতে অজ্ঞান-তিমির ঘোরান্ধরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—যে পৃথিবীতে প্রবল ভয়াবহ মোহ-তরঙ্গ মহা বেগে আগমন করিয়া চিত্ত-ক্ষেত্রকে প্লাবিত করত জ্ঞান ও ধর্ম্মের অঙ্কুর-সকল বিনষ্ট করে—যে পৃথি-বীতে নিবাসি-সকল পরস্পরের প্রতি পরস্পর পিশাচ স্বরূপ হইয়াছে—যে পৃথিবীতে প্রভুত্ব-মদ-গর্ব্বিত ব্যক্তির অবজ্ঞাচরণে মনেতে অত্যন্ত কাতর হইতে হয়—যে পৃথি-বীতে অসংখ্য ধনশালী ব্যক্তির অনাবশ্যক শোভা ও ইন্দ্রিয়-সুখদ দ্রব্যেতে পরিপূরিত অট্টালিকার নিকটে পর্ণ-কুটীরস্থ দরিদ্রের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়—যে পৃথি-বীতে নির্ম্মল নিত্য সুখের যে ইচ্ছা, সে কেবল ইচ্ছা মাত্র, কখন পরিতোষ হয় না—যে পৃথিবীতে মান প্রীতি স্নেহ

প্রাপ্তি কেবল মুদ্রা সংখ্যার প্রতি নির্ভর—যে পৃথিবীতে অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত আপনার সুহৃৎ হইতে ব্যাপক কাল দূর প্রযুক্ত কত সৌহার্দ্দের লোপ হয়—যে পৃথিবীতে কত কত সুন্দর যুবতনু মনোহর মুকুলের ন্যায় অসময়ে পতিত হইয়া ভূমিতে পরিণত হয়—যে পৃথিবীতে কত কত মহান্ ও সুচারু-বুদ্ধি, ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যাবস্থা হেতু নত ও শ্রীহীন হয়;—মনের কি আশ্চর্য্য স্বভাব! কখন দুঃখেতে আকুল, কখন আনন্দ-হিল্লোলের আর শেষ থাকে না, যখন দুঃখেতে আকুল তখন বিষণ্ণ-বেশ-ধারিণী পৃথিবীকে কেবল দুঃখেরই আলয় বোধ হয়, যখন আনন্দের উৎস চিত্ত হইতে উৎসারিত হইতে থাকে, তখন সকল বস্তু আনন্দে পূর্ণ দেখিয়া মন কেবল আনন্দেরই মহিমা এইরূপে কীর্ত্তন করে যে পৃথিবী কি আনন্দ-ধাম, যে পৃথিবীতে এই শরীর বিষয়ক কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে শারীরিক সুস্থতা বোধের আর সীমা থাকে না—যে পৃথিবীতে রাজা অবধি কৃষক পর্য্যন্ত আপনাদিগের মনের আনন্দ গানেতে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছে—যে পৃথিবীতে কোন অভাব মোচন করিলে, কোন অসুখের কারণ নিরাকরণ করিলে আপনারদিগকে অতি স্বচ্ছন্দ বোধ করা যায়—যে পৃথিবীতে যতোধিক পরিশ্রম ততোধিক বিশ্রাম-সুখ, যদ্রূপ ক্লেশ তৎপরিমাণে আরাম প্রাপ্তি—যে পৃথিবীতে সাংসারিক বিষয়ক জ্ঞান যত আয়ত্ত হয় তত তাহা ভবিষ্যতে কুশলের প্রতি কারণ হয়—যে পৃথিবীকে প্রচুর বিদ্যা ও জ্ঞান

উপার্জ্জন হইতে পারে—যে পৃথিবীতে সর্ব্বোপরি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের জ্ঞান পর্য্যন্ত উপার্জন করা যায়—যে পৃথিবীতে যথার্থ শূরত্ব দ্বারা মোহকে জয় করিলে অতি উচ্চ ও বিমলানন্দের সম্ভোগ হয়—যে পৃথিবীতে কত কত সাধু ব্যক্তির দর্শন হয়, যাঁহারা কি সুধীর, কি সুশীল, কি বিনয়ী, কি নির্দোষ-চরিত্র, কি বৎসল, কি সরল স্বভাব! বোধ হয়, যেন কোন বিশেষ কারণ নিমিত্তে দেবলোক হইতে আগত হইয়া এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারদিগের মন সুস্থ ও পাপে অনাসক্ত এবং মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে নির্ভর করে, তাঁহারা বস্তুর বিষণ্ণ ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন ভাব অবলম্বন করেন। যত কাল আনন্দে থাকা যায় তত কাল যথার্থ জীবন সম্ভোগ হয়, নতুবা দুঃখে যত কাল ক্ষেপণ হয় তত কাল তাহার পরি-বর্ত্তে জীবন শূন্যই থাকা ভাল। সকল বস্তুর কল্যাণ রূপ দেখাই কল্যাণ সাধন; সকল-মঙ্গলালয় প্রিয়তম বন্ধুর সহবাসে থাকিয়া সর্ব্বদা অকৃত্রিম প্রফুল্লাননে থাকাই পরম ধর্ম্ম। মনুষ্য যদি ইচ্ছা করে তবে অনায়াসে সুখী হইতে পারে, কিন্তু সে কি আশ্চর্য্য জন্তু. কেবল দুঃখকে আনয়ন করিতে আপনার মনের বৃত্তিদিগকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখি-য়াছে। মনুষ্য ধার্ম্মিক হউক, তবে দেখা যাইবে যে সে কি প্রকারে সুখী না হয়! যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক হয়েন, তাঁহাকে যে অবস্থাতে ঈশ্বর রাখিয়াছেন, সেই অবস্থাতে আপনার পরম পাতার প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি সন্তুষ্ট

থাকেন। ফলতঃ যথার্থ বিবেচনা করিলে সাংসারিক সকল অবস্থার সুখ দুঃখ সমান। ধনাঢ্য ব্যক্তির বাহ্য শোভা, অপূর্ব্ব সুসজ্জিত অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান, উৎকৃষ্ট বেশ ভূষা, শোভনতম যান, লোকের আড়ম্বর, বিখ্যাত নাম, উদ্যত ভৃত্য, পদানত বন্ধু ইত্যাদি দর্শন করিয়া মধ্যমো-বস্থ ব্যক্তি মনে করেন যে ইনি ঈশ্বরের কি অনুগৃহীত ব্যক্তি, ইনি কি সুখ সম্ভোগ না করিতেছেন? কিন্তু হায়! সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের বহুবিধ যন্ত্রণায় তাপিত হইয়া সেই মধ্যমাবস্থ ব্যক্তির সচ্ছন্দাবস্থা ও অল্পাভাব-বিশিষ্ট নিকেতনের নিমিত্ত সংগোপনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস অবশ্যই পরিত্যাগ করেন। সংসারের এক অবস্থা হইতে তাহার অব্যবহিত উপরের অবস্থাতে উত্থিত হইলে মানবৃদ্ধি হইয়া সুখোৎপত্তি হয় বটে কিন্তু কোন্ স্থান হইতে যে কত প্রকার পূর্ব্ব হইতে অধিকতর অভাব ও ভাবনা-সকল উপস্থিত হয়, তাহা কিছুই নির্ণয় করা যায় না। অতএব যখন সাংসারিক সকল অবস্থার সুখ দুঃখ সমান হইল, তখন সন্তুষ্ট চিত্ত সুখের আকর; পিপাসার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ। সকল মনুষ্যের উচিত যে আপনা-রদিগের মনে এই সত্য সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখেন যে ধনেতে সুখ নহে মনেতেই সুখ। যদি বল যে দরিদ্রাবস্থায় থাকিয়া লোকের নিকট মান্য হওয়া যায় না, এ সংশয় প্রকৃত নহে; অপ্রতারক ও ধার্ম্মিক হও, অবশ্য মনুষ্যের নিকট মান্য হইবে, আর যদ্যপি মনুষ্যের নিকট মান্য না হও,

দেবতাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম সকল অবস্থাকে শোভাযুক্ত করে, সন্তোষ সকল বস্তুকে আনন্দরস দ্বারা সিক্ত করে, পর্ণকুটীরকে রাজবাটীর ন্যায় এবং তন্নিকটস্থ স্বভাবজাত বৃক্ষ-পুঞ্জকে বহুমূল্য প্রচুর শ্রমজ উদ্যানের ন্যায় করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে যদ্যপি তিনি দরিদ্রতা প্রযুক্ত লোকের নিকটে অনাদৃত হয়েন, তথাপি তাঁহার পুরস্কার কখন অপ্রাপ্ত থাকিবেক না; যখন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি কোন স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অদর্শন হইবেক এবং পৃথিবীর অনিত্য প্রতাপ গর্ব্বিত মুকুট-সকল বিনাশ পাইবেক, তখনও তাঁহার পুরস্কার উপার্জ্জনের শেষ হইবেক না। ধার্ম্মিক ও জ্ঞানি ব্যক্তি এই সুখ দুঃখময় লোকে থাকিয়াও তাহাতে অসন্তুষ্ট নহেন, কারণ তিনি বিবেচনা করেন যে ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল-পূর্ণ অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীতে তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তিতিক্ষাকে আপনার চির বন্ধু করিয়া রাখিয়াছেন। তিতিক্ষা সকল দুঃখের ঔষধ হইয়াছে। যদ্যপি ধার্ম্মিক ব্যক্তি চতুর্দ্দিক্ হইতে দারুণ দুঃখ সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, তথাপি তাঁহার মস্তক নত হয় না, কারণ তিনি আপনার অন্তঃকরণকে ত্রিবৃত লৌহ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ পৃথিবীতে পূর্ণ নিত্য সুখের আশা করাই অন্যায়, কারণ এ পৃথিবী সেরূপ নহে। এ পৃথিবী সুখ দুঃখ উভয়েরই আলয়; কিন্তু ভবিষ্যতে এমন এক

অবস্থা আছে, যাহাতে এ প্রকার সুখ দুঃখের বিবর্ত্তন কিছুমাত্র নাই। পরমেশ্বর যে সকল পূর্ণ ও নিত্য সুখের প্রতিভা ও ইচ্ছা আমারদিগের অন্তরে গাঢ়রূপে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা তিনি অবশ্যই সার্থক করিবেন। উপরে কি শোভনতম দৃশ্য! ধর্ম্মের কি মনোহর পুরস্কার! উত্তম লোকের পর উত্তম লোক, আনন্দের পর আনন্দ, কিন্তু কোন্ লোকের আনন্দের সহিত সেই মোক্ষাবস্থার আনন্দের তুলনা হইতে পারে,—যে অবস্থাতে পাপ তাপ হইতে মুক্তি পাইয়া আমার নির্ম্মলাত্মা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিচরণ করিবে, যে অবস্থাতে বিশ্বের শাসন-প্রণালী সম্যক্‌রূপে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবেক—হা! যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অণুস্বরূপ এই পৃথিবীতে প্রত্যেক বৃক্ষ-পত্র ব্রহ্মবিদ্যার পুস্তকের এক পত্র হইয়া প্রচুর অধ্যয়ন সুখ প্রদান করে, তখন এক কালে সকল ব্রহ্মাণ্ড যে অবস্থাতে আমারদিগের পাঠ্য হইবেক, সে অবস্থাতে ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও মঙ্গল মূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে অনুধাবন হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় অনন্ত সুখ সম্ভোগ হইবেক!—আহা! তাহা কি সর্ব্বোত্তম অনুপম অবস্থা, যে অবস্থাতে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মেতে বাস করা যাইবেক, যে অবস্থাতে পরমেশ্বরের সহিত সমুদয় বিমল কামনা ভোগ করা যাইবেক, যে অবস্থাতে চিরবসন্ত, চিরযৌবন, চিরপ্রেম, পূর্ণ পরিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেম, যাহাতে মোহের লেশমাত্রও নাই—এ অবস্থাতে মোহ-তরঙ্গের কোলাহল অতি দূর

হইতে শ্রুত হইতে থাকে। সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই; কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, নিত্য কাল অবিশ্রান্ত উৎসারিত হইতে থাকে। "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি"।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

১৭ চৈত্র ১৭৬৯ শক।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শান্ত জ্ঞান সমুদ্র দ্বারা—বিমল আনন্দ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন। সংখ্যাযুক্ত ধন প্রাপ্ত হইলে যখন মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যিনি অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই আনন্দিত কেন না থাকিবেন; আপনার ভূমিতে এক স্বর্ণখনি প্রাপ্ত হইলে স্বচ্ছন্দাবস্থায় ইহ কাল যাপন করিবার আশায় যখন লোক হর্ষযুক্ত হয়, তখন যিনি সেই স্বর্ণখনি লাভ করিয়াছেন, যাহা নিত্য কাল তাঁহাকে ভাগ্যবান্ রাখিবেক, যাহা সকল সময়েই পূর্ণ, যাহার হ্রাস কখনই হয় না, তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত কেন না থাকিবেন? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্র ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত হউন, হৃদয়গত ভার্য্যা কিম্বা মিত্র তাঁহাকে প্রতারণা করুক, স্বাভা-

বিক স্বাধীনত্ব বিনষ্টকারি দারুণ দরিদ্রতাতেই তিনি পতিত হউন, কিন্তু তাঁহার নিকট এমত এক কুঞ্চিকা আছে, যদ্দ্বারা তিনি ইচ্ছা করিলেই মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রগাঢ় সুখ লাভ করেন, যে সুখের সহিত কোন সাংসারিক সুখের তুলনা নাই। যদ্রূপ শারদীয় রজনীতে প্রবল বায়ুর অত্যাচার ও প্রচুর বারি বর্ষণ পরে পরিষ্কৃত আকাশে পূর্ণ শশধর প্রকাশ হইলে অভিনব বিরাম প্রাপ্ত বৃক্ষ-সকল তাঁহার সুচারু আলোক স্তব্ধ পুলকে পান করিতে থাকে, নদী হ্রদ-সকল স্থির আনন্দে তাঁহার সেই রমণীয় কোমল জ্যোতি সুসম্ভোগ করে, সমস্ত জগৎ নির্ম্মল শান্ত সুখ-ক্রোড়ে বিশ্রাম করে; তদ্রূপ দুঃখ-ঝটিকা ও চক্ষুঃ-সলিল বর্ষণ পরে জ্ঞান-চন্দ্রালোকে ঈশ্বর প্রকাশ পাইলে চিত্ত মিমল পরিশান্ত সুখ সম্ভোগ করে। পরমেশ্বর, যে রোগের ঔষধ নাই তাহার ঔষধ, যে দুঃখের উপায় নাই তাহার উপায়। অর্থহীন হইলে পিতা নিন্দা করেন, মাতাও নিন্দা করেন, ভ্রাতা সম্ভাষণ করেন না, ভৃত্য অমান্য করে, পুত্র বশে থাকে না, কান্তা অসন্তুষ্ট হয়েন, সুহৃৎ অর্থ প্রার্থনা ভয়ে আলাপ মাত্রও করেন না; কিন্তু পরমেশ্বর এরূপ নহেন, তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যিনি তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই নিমিত্তে তিনি আপনার ক্রোড় সর্ব্বদাই প্রসারিত রাখিয়াছেন। যদ্যপি রক্ত মাংসের গুণ প্রযুক্ত মনের ধৈর্য্য কখন কখন দ্রব হইয়া চক্ষুঃ সলিলে পরিণত হয়, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ক্লেশ দ্বারা এক কালে ভগ্ন-

চিত্ত হইয়া ম্রিয়মাণ হয়েন না; তিনি ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপে গাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া এবং আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করিয়া আপনার মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখেন। তিনি এতদ্রূপ দুঃখাবস্থাতে ঈশ্বরের কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন; কারণ তিনি যত আপনার ধৃতিশক্তি বর্দ্ধমান দেখেন, ততই মানবীয় ক্ষীণতার উপর আপনাকে উত্থিত দেখেন, এবং ততই মহত্তর সুখাস্বাদন করেন। তিনি সেই দুঃখকে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের বরণীয় অভিপ্রায়ের প্রতি সহকারী জানেন, সন্তোষ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই অভিপ্রায়ানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। দুঃখ তাঁহাকে কি প্রকারে কাতর করিবে, যখন সেই নিত্য কালের প্রতি তাঁহার মনশ্চক্ষু সর্ব্বদাই স্থির রহিয়াছে, যে নিত্য কালের তুলনায় ইহকাল এক পলমাত্র, যে নিত্য কালে সৃষ্টি কৌশল ও স্রষ্টার লক্ষ্য তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশ দেখিবেন, যে নিত্য কালে পরম পাতা তাঁহাকে অখণ্ড শাশ্বত সুখ প্রদান পূর্ব্বক আপনার অনুরূপ ও সহবাসি করিয়া রাখিবেন। এতদ্রূপ ব্যক্তির বিত্ত অপহৃত হউক, কিন্তু পরমেশ্বরের প্রসন্নতা যে তাঁহার পরম ধন তাহা কে অপহরণ করিতে পারে? যথা সংস্থান কিম্বা উপজীবিকা থাকিলে তাহাতেই তিনি আপনার বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা, পরিমিত ব্যয় দ্বারা, স্পর্শমণি স্বরূপ সন্তোষ দ্বারা অনায়াসে কালযাপন করিয়া আপনার

ধর্ম্ম পালন করেন। ধন সৌভাগ্য দ্বারা পরিবার ও পরের অনেক উপকার করা যায়, ইহাতে যদ্যপি তিনি তাহা প্রাপ্তির নিমিত্তে যত্ন করেন, আর সে যত্ন যদি তাঁহার সিদ্ধ না হয়, তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না, কারণ তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে যে পরম পুরুষ তাঁহাকে ধন প্রদান করেন নাই, তিনি তাঁহার কুশল তাঁহা হইতে উত্তমরূপে জানেন। অন্যায় উপায় দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ তিনি এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন যে পরমেশ্বর "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" যে যে মিথ্যাচরণ করে "সমূলো বা এষপরিশুষ্যতি" সমূলে সে শুষ্ক হয়। তিনি জানেন যে পাপ কর্ম্ম কখনই গোপন থাকে না, তাহা যদ্যপি মনুষ্যের নিকট গোপন থাকে তথাপি তাঁহার নিকট গোপন থাকে না, যাঁহার দৃষ্টি সকল স্থানের প্রতি স্থির রহিয়াছে। তিনি ইহাও বিবেচনা করেন যে সেই ব্যক্তি সাংসারিক কর্ম্মবিষয়ে সুচতুর, যিনি অন্তরস্থ রিপু ও অজ্ঞ বন্ধুদিগের অসৎ মন্ত্রণা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও ধর্ম্ম হইতে এক পাদও অন্যগতি হয়েন না— ক্ষণকালের সুখের নিমিত্তে অনন্ত ভাবি কাল নষ্ট করেন না। লোকের নিকট মান ও যশ না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বিমর্ষ থাকেন না, কারণ তিনি জানেন যে এই অনিত্য সংসারে মান ও যশ নিত্য নহে। যে সুখ চঞ্চল প্রশংসা বায়ুর প্রতি নির্ভর, সে সুখের প্রতি নির্ভর কি? এইরূপ বিবেচনা দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ধৈর্য্য ও সন্তোষ অভ্যাস

করেন। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে দুঃখ সময়ে সন্তোষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে আনন্দের উদ্ভব অবশ্যই হয়। জল-শূন্য আতপোত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমিতে পথিক বহু দূর ভ্রমণ করত তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়া পরে হঠাৎ সুশীতল ছায়া ও জল প্রাপ্ত হইলে যদ্রূপ সুখী ও তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্র এই দুঃখময় সংসারে ঈশ্বর পদার্থ পাইয়া পরিতৃপ্ত ও সুখী হয়েন। তিনি আনন্দকর বস্তু লাভ করিয়া সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন, তাঁহার নিকট সকল বস্তুই মধুস্বরূপ হয়। তাঁহার নিকটে বায়ু মধু বহন করে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করে, ওষধি মধুরাবৃত দেখায়, রাত্রি মধুরূপে প্রতীত হয়, উষা মধুস্বরূপ হয়, পৃথিবী মধুর বেশ ধারণ করে,—সমস্ত বিশ্ব মধুরূপে প্রকাশ পায়।

তৃতীয় বক্তৃতা।

২৩ আষাঢ় ১৭৭০ শক।

সৌভাগ্য বসন্ত চির কাল বিরাজ করিবে, প্রশংসার সুগন্ধ সমীরণ সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত হইবে, ঘটনা-সূত্র প্রতিবার মনোরথ পূর্ণ করিবেক, এই পৃথিবীতে এবম্প্রকার সুখ অসম্ভব। যদ্রূপ ইহা নিশ্চয় যে জন্ম হইলে মৃত্যু হইবে,

তদ্রূপ ইহাও নিশ্চয় যে জন্ম হইলে দুঃখ ভোগ করিতে হইবেক। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই নিমিত্ত আমারদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয়ীভূত ধৈর্য্য প্রদান করিয়াছেন, যে ধৈর্য্যরূপ বর্ম্ম দ্বারা আবৃত থাকিলে সাংসারিক ক্লেশের প্রখর অস্ত্র স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে অধিক শক্ত হয় না। পরমেশ্বরের পরম মঙ্গল-স্বরূপে নির্ম্মল বিশ্বাস জনিত যে ধৈর্য্য সে ধৈর্য্যকে ক্ষীণ করিতে কোন বস্তুই সমর্থ হয় না। যদ্রূপ সমুদ্র মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রবল পবনোল্লম্ফমান তরঙ্গ সমূহের শক্তি সহ্য করত আপনার মস্তক সমানরূপে উন্নত রাখে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসার-সমুদ্রের বিষম হিল্লোল-সকল সহ্য করিয়া হেলায়মান হয়েন না। তিনি দুঃখ-ঝটিকা সময়ে বুদ্ধি পরিশান্ত রাখিয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে তাহা নিবারণ করিতে যত্নবান্ হয়েন, স্বীয় যত্নের তাবৎ ফলাফল পরম মঙ্গলালয় প্রিয়তমে অর্পণ পূর্ব্বক কেবল তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি দুঃখাবস্থাতে পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব পূর্ব্বক আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন; কারণ তিনি দেখেন যে পরমেশ্বর দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন করেন, যে যতই দুঃখ-সহিষ্ণুতা-শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই অন্তরে এক মহৎ ও উৎকৃষ্ট আনন্দের উদ্ভব হয়, যাহা কেবল তিতিক্ষু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা উপভোগ করিতে পারেন। যথার্থতঃ যখন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি সমূহ দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও সংঘর্ষিত চন্দনকাষ্ঠের ন্যায়

উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের বিশেষ মোনোরম প্রীতিরূপ সুগন্ধই প্রদান করেন, তখন কি মনোহর দৃশ্য দৃষ্ট হয়, দেবতারাও সে দৃশ্য দেখিতে অভিলাষ করেন। যে পক্ষী মৃত্যু-যাতনা সময়েও সুমধুর সঙ্গীত স্বর নিঃসারণ করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখ সময়েও অন্তস্ফূর্ত্তা ঈশ্বর-গুণ-কীর্ত্তন ব্যক্ত করেন। তিনি বিবেচনা করেন, কোন পদ্ম কন্টক ব্যতীত নাই, দুঃখ-সকল এই জগৎরূপ অরবিন্দের কন্টক প্রায় হইয়াছে। ঈশ্বর-পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে কেবল সৌভাগ্য সময়ে পরমেশ্বরের প্রতি যে প্রীতি সে যথার্থ প্রীতি নহে; প্রিয় রাজা তাঁহার রাজ্যের মঙ্গল-জনক কোন কৌশল সম্পন্ন করিবার জন্য যদ্যপি আমারদিগকে দুঃখে নিঃক্ষেপ করেন, তখন যে প্রীতি করা যায়, সেই যথার্থ প্রীতি। সৌভাগ্য সময়ে অনেক জ্ঞানানুশীলনকারি ব্যক্তিরা তিতিক্ষা ও ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রীতি বিষয়ে সুচারুরূপে বিবিধ প্রসঙ্গের কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য সময়ে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তাঁহারদিগের পক্ষে অতি দুষ্কর হইয়া উঠে। মঙ্গল-স্বরূপ প্রিয়তমের মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গৃহে অসুখ, লোকের অবজ্ঞা, দারুণ দরিদ্রতা, আপনার অলঙ্কাররূপে জ্ঞান করা উচিত। দেখ কোন পৃথিবীস্থ রাজার আজ্ঞায় বীর যোদ্ধা-সকল কি উৎসাহ পূর্ব্বক সংগ্রাম মুখে ধাবমান হয়! কি অপরাজিত চিত্তে রণ-ক্ষেত্রের ক্লেশ ও যাতনা-সকল সহ্য করে!

হা ! আমরা কি তবে সাংসারিক ক্লেশের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে সঙ্কুচিত হইব, যখন তিনি আজ্ঞা করিতেছেন, যিনি "সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা"। অকৃত্রিম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যখন দেখেন যে পূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ, পরম মঙ্গল, জগৎপাতা তাঁহার বরণীয় অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে দুঃখে নিঃক্ষেপ করিলেন, তখন সন্তোষের সহিত, শান্ত চিত্তের সহিত, সে দুঃখ সহ্য করা তিনি আপনার মহাকর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন। এই সংসারার্ণবে যদ্যপি রাত্রি ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হয় ও তাহা মহোদ্দম ঊর্ম্মী সমূহ দ্বারা নৃত্যমান ও তাহার চতুর্দ্দিক্ জলের গর্জ্জন দ্বারা গর্জ্জমান হয়, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বররূপ নিরাপদ তরণীর আশ্রয় দ্বারা সুনির্ম্মল শান্তির সহবাসে ভয়াবহ স্রোত ও আবর্ত্ত-সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েন। "ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি"। যথার্থতঃ ব্রহ্মজ্ঞান-আশ্রয়ীভূত তিতিক্ষা এমত আশ্চর্য্য ঐশী শক্তি দ্বারা মনকে বীর্য্যবান্ করে যে কোন দুঃখ তাহাকে পরাভব করিতে শক্ত হয় না। যাঁহার ঈশ্বর প্রতি প্রীতি আছে, যিনি আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করেন, তাঁহাকে কি অবিবেচনা-জনিত মহান্ লোকাপবাদ, কি দুর্বৃত্ত রাজার ক্রোধানলে জ্বলন্ত আনন, কি প্রলয়াকাংক্ষি প্রবলতম ঝটিকা উত্থিত পর্ব্বত সম ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গ, কিছুতেই ভীত করিতে পারে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। দুঃখ

সময়ে পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তা করিলে, তাঁহাতে মন সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে, চিত্তে কি এক অপূর্ব্ব সন্তোষের উদ্ভব হয়! যখন দুঃখ-প্রজ্বলিত অন্তরের দাবদাহ হইতে জগৎ দাবদাহময় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান-জনিত সন্তোষামৃত সিঞ্চিত হইলে জগৎ শীতল বোধ হয়। আমরা দেখিয়াছি যে অত্যন্ত দুঃখ দিবসে, নবীন দুর্ভাগ্য দিবসে, সাধু ব্যক্তিদিগের মন পরম মঙ্গল-স্বরূপের প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সুখ দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দের সহিত একীভূত হইয়াছে—ইহলোক হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর লোকে উত্থিত হইয়াছে। যাঁহাকে প্রীতি করা যায় তাঁহারি সহবাসে অবশ্যই সুখী হওয়া যায়, অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই পরম মঙ্গল-স্বরূপ প্রিয়তমের সহবাসে কি পর্য্যন্ত না সুখী থাকেন; যাঁহাকে তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতে প্রিয়তম জ্ঞান করেন। যদ্রূপ প্রিয়বন্ধুর সহিত আলাপে কালের ক্রমগতি অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ যাঁহার মন পরমেশ্বরের প্রেমে মগ্ন, সমাধি কালে যখন তাঁহার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি জগৎ সংসারকে বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়েন। তিনি দেখেন যে দুঃখ সময়ে ঈশ্বরের সহিত সহবাস করিলে অত্যন্ত উপকার প্রদান করে, ব্রহ্মানন্দরূপ স্পর্শমণি দরিদ্রকে সম্রাট্ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যবান্ করে। যে দুঃখের উপায় নাই, তাহা অধৈর্য্যে বৃদ্ধি হয় ও ধৈর্য্যে হ্রাস হয়, এই বিবেচনা দ্বারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে ঈশ্বরবাদী কি অনীশ্বরবাদী

উভয়েই উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন; কিন্তু ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যতই সাংসারিক দুঃখের প্রতি জয়ী হইব, ততই আমারদিগের প্রিয়তম ঈশ্বর আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, এই প্রতীতি জন্য উপকার কেবল ঈশ্বরবাদিরা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই প্রতীতি তাঁহাদিগের ঘোরান্ধ রজনীকে অতিউজ্জ্বল দিবসের ন্যায় করে। ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয় দ্বারা ইহলোকের দুঃখ সমূহ অতিক্রম করিয়া নিৰ্ম্মল পরমানন্দ সুখ ভোগ করেন। যদ্রূপ পথিক কোন পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে দেখেন যে নিম্নে মেঘ ব্যাপ্ত হইতেছে, ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ বিদ্যোতন হইতেছে, কিন্তু আপনি যে স্থানে স্থিত আছেন, সে স্থান অতি পরিষ্কার ধীর বায়ু ও শোভন সুরম্য ইন্দু-কিরণ দ্বারা আবৃত রহিয়াছে; তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞান-পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক সাংসারিক দুঃখরূপ মেঘ, ঝটিকা, বজ্র পতনে, নিম্নস্থ লোকদিগকে কাতর হইতে দেখেন, কিন্তু আপনি পবিত্র প্রেম রূপ পূর্ণচন্দ্রের নিৰ্ম্মল সুশান্ত রমণীয় জ্যোতি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অপরিমেয় অনির্ব্বচনীয় মহানন্দ সম্ভোগ করেন, যে আনন্দ বর্ণনা করা যায় না, যে আনন্দ অন্য লোকে অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল সর্ব্বব্যাপী পরম বরণীয় বিশ্বপাতার প্রতি প্রীতি অপেক্ষা করে; প্রীতির পূর্ণাবস্থা হইলে, কোন সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় আমারদিগের প্রিয়তম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা থাকিলে, হৃদয়ে ভয়

প্রবেশ করিতে পারে না, দুঃখকে দুঃখরূপে জ্ঞান হয় না, নির্ম্মল পরিশান্ত অন্তরাকাশ সদা শুভ্র পরিশুদ্ধ আনন্দ দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ থাকে। যিনি দেখেন যে তাঁহার পরমাশ্রয়, তাঁহার চিরকালের মিত্র, সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সন্নিকট, মোহ তাঁহার জ্ঞানকে কতক্ষণ অভিভূত করিতে পারে, শোচনা তাঁহার চিত্তকে কতক্ষণ নত রাখিতে পারে? হে সংসার-যন্ত্রণায় তাপিত ব্যক্তিরা! মনের ক্ষীণতা ত্যাগ কর, তিতিক্ষাকে আশ্রয় কর, সেই পরম প্রেমাস্পদের প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির কর, তোমারদিগের শান্তির নিমিত্তে আর অন্য পন্থা নাই।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

পবিত্র সুখের মহৎ মহৎ কারণ।

১৭ ভাদ্র ১৭৬৯ শক।

এষহ্যেবানন্দয়াতি।

প্রাতঃকালে প্রভাকর মেঘের বর্ণ ও চিত্রের ভূয়োঃ ভূয়ঃ পরিবর্ত্তন করত তাঁহার পূর্ব্বদিকস্থ শোভনতম প্রাসাদ হইতে কি আশ্চর্য্যরূপে বহির্গত হয়েন! বহির্গত হইলে জগৎ হর্ষ-পরিচ্ছদ পরিধান করে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর পর্য্যন্ত সচেতন হয় ও আনন্দ-রসে আর্দ্র দেখায়, তাহাতে কোন্ সুস্থ মনে আহ্লাদ-প্রবাহ সঞ্চরণ না করে? হিরণ্যকেশীয় সেই সূর্য্যের অস্তকালীন বিবিধ সুরম্য বর্ণ-ভূষিত আ-কাশ দর্শন করিলে কে না পুলকে পূর্ণ হয়? রজনীতে নিশানাথ পূর্ণচন্দ্র কি নির্ম্মল কোমল মনঃ-স্নিগ্ধকারী জ্যোতি দ্বারা জগৎ সংসারকে আবৃত করেন। গাঢ় ঘোরান্ধ তিমির দ্বারা আবৃত, প্রবলোন্মত্ত বায়ু দ্বারা আ-ন্দোলিত, বক্রগামিনী বিদ্যুল্লতা দ্বারা ক্ষণ ক্ষণ উজ্জ্বলিত, ঘোরতর ভীষণ মেঘনাদ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত, এ প্রকার কোন মহা সমুদ্র বা গভীর অরণ্য নিঃশঙ্ক স্থান হইতে দৃষ্ট হইলে চিত্তে কি আশ্চর্য্য আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকে! প্রাবৃট্‌কালে যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বারিবর্ষণ করিয়া জগৎকে বিষণ্ণ বেশ হইতে মুক্ত করে, তখন প্রভা-করের বিদায় কালের শোভনতম কিরণ প্রকাশিত হইলে দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র ও তরু-সকলের নবধৌত কলেবর কি উজ্জ্বল সজল শ্যামল শোভাযুক্ত হয়! বিহঙ্গগণ তাহারদিগের

সুমিষ্ট বন্য সঙ্গীত দ্বারা মনের স্ফূর্ত্তি কি রূপ ব্যক্ত করে! পশু-সকল হর্ষযুক্ত হইয়া নিজ নিজ স্বর ধ্বনিতে পর্ব্বত গুহা-দিগকে কিরূপ ধ্বনিত করে! মনুষ্যগণ জগতের স্নিগ্ধ শোভা ও আনন্দ বেশ দর্শন করিয়া কি প্রফুল্লাননবিশিষ্ট হয়! বৃদ্ধাবস্থার জীর্ণ কম্পিত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী বসন্ত কালে কি অপূর্ব্ব নবযৌবন বিশিষ্ট শরীর গ্রহণ করে! উজ্জ্বল শ্যামল নবীন কোমল পল্লব দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া বন ও উদ্যান-সকল কি মনোহর হয়! সুগন্ধ সুকুমার সুখ-বাহক সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে কি আনন্দ বিস্তার করে! চেতনবিশিষ্ট কোন্ বস্তু বসন্তের সর্ব্বব্যাপী আহ্লাদকরী শক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়! এমত সময়ে মেদিনী সুখের আলয় ব্যতীত আর কি শব্দে উক্ত হইতে পারে! যেমন জগতের শোভা দর্শন পবিত্র সুখের এক মহৎ কারণ, তদ্রূপ অধ্যয়নও সেই নির্ম্মল সুখের আর এক মহৎ কারণ। গ্রন্থ-সকল কি অকপট মিত্র! তাহারা কখন পরোক্ষে নিন্দা করে না, তাহারা বাহ্যে সৌহার্দ্দযুক্ত আনন প্রকাশ করিয়া মনেতে অপকার আলোচনা করে না। গ্রন্থ হইতে পৃথিবীর পুরাবৃত্তের আবৃত্তি দ্বারা মনুষ্যের শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা ও জ্ঞানের মহৎ মহৎ দৃষ্টান্ত-সকল প্রতীত হইয়া মনে কি মহত্ত্ব উপস্থিত হয়! সন্তাপ-নাশিনী মনঃ-শ্রী-প্রদায়িনী কবিতা আমারদিগের নেত্র ও আননকে উল্লাসে কি সুশোভিত করে! বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা সৃষ্টির কার্য্য-সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে

কি বিশুদ্ধ আনন্দের সম্ভোগ হয়! ধর্ম্মোৎপাদ্য বন্ধুতা পবিত্র সুখের আর এক মহৎ কারণ। বন্ধুর সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে কি বিশেষ সুখের উদ্ভব হয়! বন্ধুর সহিত কোন উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করিলে কি আমোদ উপস্থিত হয়! বন্ধুর সহিত সৃষ্টি কার্য্যের তত্ত্ব-সকল আলোচনা করিয়া কি আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়! বন্ধুকে স্বীয় দুঃখের কথা বলিলে মনের ভাব কি পর্য্যন্ত লাঘব হয়! কোন দূরদেশে বন্ধুর নিকট হইতে পত্র প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে কত আমোদের সঞ্চার হয়! কিন্তু স্বদেশোপকারের—পরোপকারের সুখের সহিত কি এ সকল সুখের তুলনা হইতে পারে? যিনি স্বদেশের প্রেমে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন, স্বদেশের হিতানুষ্ঠান-ব্রত পালনে অহর্নিশি ব্যস্ত থাকেন, তিনি অতি পবিত্র অতি রমণীয় সুখাস্বাদন করেন। নাগরূপী মিথ্যাপবাদের হলাহল-পূর্ণ সহস্র মুখ দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাঁহার কি হইবে? তিনি কেবল সেই এক পরম পুরুষের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত সচেষ্ট, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হইলেই কৃতার্থ হয়েন। স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তি আপনার দেশীয় ভাষাকে সুচারু করা ও তাহাকে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন প্রস্তাব সকলের রচনা দ্বারা সুসম্পন্ন করা কি সুখদায়ক কর্ম্ম বোধ করেন। স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এবং সভ্য ও সুসংস্কৃত হইয়া মনুষ্য জাতি সমূহের মধ্যে এক গণ্য

জাতি হইবে, এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করত সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন! পরোপকার ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অপূর্ণ। পরোপকার মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। নিরাশ্রয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তোমাকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবে, অনাথার অন্তঃকরণ তোমার দয়া দ্বারা আহ্লাদিত হইবে, পিতৃহীন বালক তোমার করুণা লাভ করিয়া আনন্দে গান করিবেক, ইহার অপেক্ষা সংসারে সুখজনক বিষয় আর কি আছে? কিন্তু এইরূপ পবিত্র সুখের মহৎ মহৎ কারণ-সকলের মধ্যে মহত্তম কারণ ব্রহ্মজ্ঞান। যখন ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনাতে বিরক্ত না হইয়া অনুপম আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবে, তখন জানিবে যে তুমি মুক্তির নিকট। যে ব্যক্তি এই সংসারে জ্ঞান-নেত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন, আর প্রত্যক্ষ করিলেই তাঁহার প্রেমানন্দে মগ্ন হয়েন, সেই ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করেন, সেই ব্যক্তিই আপনার প্রিয়তমের সহবাসে নিত্য কাল সম্বরণ করেন।

হইয়া তাহা কখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয় হইবে, কারণ তাহা হইলে "মনুষ্যের সাবধানতা গুণ থাকিবার নিতান্ত বৈয়র্থ্য হয় ও মানব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর পরস্পর উপযোগিতা থাকে না"। কোন ব্যক্তি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নহে;—প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন গুণের স্বাভাবিক অভাব আছে, যাহা পূরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য; সে অভাব জনিত দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতেই হয়। মর্ত্ত্যলোকে সকলই সুচারু হওয়া—সকলই মনের মত হওয়া দুষ্কর; অতএব মর্ত্ত্যলোকে কি প্রকারে তৃপ্তি হইতে পারে? আহা! পিপাসু মনুষ্যের সুখাশা কি কখন সম্পূর্ণ হইবেক না? আমারদিগের স্রষ্টা কি করুণাময় নহেন? আমরা যে নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ সুখের নিমিত্তে সর্ব্বদা যত্ন করিতেছি, কিন্তু যাহা পাইয়া উঠিতেছি না, তাহা কি তিনি কখনই প্রদান করিবেন না? পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ সুখের অবস্থা, যাহার আভাস মাত্র আমরা এই অবস্থাতে প্রাপ্ত হইতেছি, সে কি সেই আভাস পাওয়া পর্য্যন্ত? আমরা কখন এমত বোধ করিতে পারি না। ভূতত্ত্ব বিদ্যার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে অনেক পরিবর্ত্তন ও অনেক অপকৃষ্ট জীব জাতি নাশের পর উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যখন কেবল সেই অপকৃষ্ট জীব-সকল পৃথিবীতে বিরাজমান ছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত, যে মনুষ্যের ন্যায় তাহারদিগের অপেক্ষা এমত এক শ্রেষ্ঠ জীব উৎপন্ন হইবেক? স্বভাবের সকল কার্য্য ক্রমশঃ হয়। মনুষ্যের ভাবি অবস্থা

বর্ত্তমান অপেক্ষা যে ক্রমশঃ কত উৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থারূপ পঙ্কময় সরোবর হইতে যে কি অর-বিন্দের উৎপত্তি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যে কখন বট-বীজ-কণিকা হইতে বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখে নাই, সে সেই বীজ দেখিলে কি মনে করিতে পারে, যে তাহা হইতে এমত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যাহার ছায়াতে সহস্র সৈন্য শয়ান থাকিতে পারে? এক দিবসের শিশু দেখিলে আপাততঃ কি মনে হইতে পারে, যে সে ভবিষ্যতে মাতঙ্গ তুল্য বল ধারণ করিবে? যে দেশ বি-শেষে খনি খননকারি ব্যক্তিদিগের চিরকাল ভূমির নিম্নে থাকিতে হয়; যাহারা জন্মাবধি আপনারদিগের জীবন ভূমির নিম্নে যাপন করিতেছে; তাহারা অসংখ্য নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ, শ্যামল শোভা বিভূষিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, সুকোমল আলোক-পূর্ণ মনোরম চন্দ্র, এবং প্রখর-জ্যোতিঃ-সমুদ্র-বর্ষণকারী মহিমান্বিত সূর্য্য দর্শনের সুখের বিষয় কি বুঝিতে পারিবে? যাহারা সমস্ত জীবন কেবল অশুদ্ধ তড়াগই দেখিয়াছে, তাহারা প্রসারিত মহা সমুদ্রের বিস্তীর্ণতা ও নীলোজ্জ্বল শোভা কি মনেতেও কল্পনা করিতে পারে! শাবকাবস্থাবধি পিঞ্জর-রুদ্ধ পক্ষী মহাদ্রুম বিশিষ্ট অশেষ অরণ্যের স্বাধীন বিহারের সুখ কি জানিবে? বর্ত্ত-মান রুদ্ধাবস্থাতে জীবাত্মারূপ পক্ষীর পক্ষ অতি বিচ্ছিন্ন ও তাহার বর্ণ অতি ম্লান, কিন্তু যখন ক্রমশঃ মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা যে কি অলৌকিক শোভা দ্বারা

ভূষিত হইবে, কি অপূর্ব্ব সুখাকাশে বিচরণ করিবে, তাহা আমরা এক্ষণে কি বলিতে পারি? প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সহবাসের আনন্দ ব্যতীত—সেই ভূমানন্দ ব্যতীত, মন আর কোন আনন্দেই সুতৃপ্ত হইতে পারে না; সেই আনন্দের অবস্থার নিমিত্ত আপনাকে উপযুক্ত করা উচিত। যখন বিদেশীয় কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পরে প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ ও সম্মীলন হইবে, তখন বাক্য মনের অতীত কি অপার সুখ সম্ভোগ হইবে! হে বন্ধো! সেই দিবসের নিমিত্ত—তোমাকে সন্দর্শনের নিমিত্ত মন অত্যন্ত পিপাসাতুর হইতেছে।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা।

ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

অদ্য আমরা এই সুরম্য কালে, এই সুরম্য স্থানে, ঈশ্বরোপাসনার্থ সমাগত হইয়া কি অনুপম আনন্দ লাভ করিতেছি! কি মনোহর কাল উপস্থিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গিরিস্থিত বৃক্ষ সকল নব পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, বিহঙ্গ গণ বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্বর-সুধা বর্ষণ করিতেছে, অপূর্ব্ব মলয় সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া হৃদয় মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য্য আহ্লাদ রসের সঞ্চার করিতেছে। বসন্ত ঋতু-কুলের অধিপতি, এই ঋতু-কুলের অধিপতির আধিপত্য কালে মনের অধিপতিকে মনোমন্দিরে প্রীতিরূপ পবিত্র পুষ্প দ্বারা উপাসনা করিতেছি, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? বসন্ত সকল ঋতুর প্রধান, বসন্ত অতি সুখের সময়; অতএব আপনারা সকলে একবার মনের সহিত বসন্তের প্রেরয়িতাকে ধন্যবাদ করুন। আমরা এই সামান্য সুরম্য স্থানে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া এই রূপ আনন্দ লাভ করিতেছি, কিন্তু যাঁহারা সমুদ্রে অথবা মহোচ্চ পর্ব্বত-শিখরে ইহা অপেক্ষা সুরম্য স্থানে ঈশ্বরারাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি ভাগ্যবান্! কিন্তু আমি কি কহিতেছি! ঈশ্বর কি কেবল সুরম্য স্থানেই বর্ত্তমান আছেন—অন্য স্থানে কি তিনি বর্ত্তমান নাই? কেবল বসন্ত

ঋতুই কি তাঁহার মঙ্গলময় কার্য্য প্রচার করিতেছে, অন্য ঋতু কি সে ভাব সমান পরিমাণে প্রচার করে না? যে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে সকল স্থানে সকল কালে এই সুরম্য স্থানের সন্নিহিত স্রোতস্বতীর সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ প্রবাহের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়, তিনিই ধন্য। অনেকে এই স্থানে আসিয়া অলীক আমোদে দিবস যাপন করেন, কিন্তু অদ্য এই স্থানের যথার্থ ব্যবহার হইতেছে। মনোহর পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া যদ্যপি তাঁহাকে স্মরণ না হইল, সুধাময় চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া যদ্যপি তাঁহাকে মনে না পড়িল, বসন্ত সময়ে যদ্যপি তাঁহার সুসৌরভ অনুভূত না হইল, তবে ঐ সকল বস্তু আমাদিগের পক্ষে বৃথা হইল। যাহারা ঐ সকল বস্তুকে কেবল ইন্দ্রিয় সুখদায়ক বলিয়া জানে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! তাহারা তাহাদের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। পুষ্পভোজী কীট পুষ্পের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য কি অনুভব করিবে? মনুষ্যই তাহার প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে। বসন্তকালে পৃথিবী রসপূর্ণা হইয়াছে, কিন্তু কবে আমাদিগের হৃদয় সেই রস-স্বরূপের প্রীতি রসে পূর্ণ হইবে? বৃক্ষগণ মুকুলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য কবে স্বীয় মঙ্গলময় ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিবে? বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বৃক্ষ-মুকুল হইতে প্রচ্যুত হইয়া আমাদিগের মস্তকোপরি পতিত হইতেছে, কিন্তু কবে তাঁহার পবিত্র

সাক্ষাৎকারের অনুপম মকরন্দ আমাদিগের মনের উপর পতিত হইবে। কতকালে পুষ্পোদ্যানে পুষ্প-বৃক্ষ-সকল পুষ্পিত হইয়া আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিবে বলিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে কত যত্ন পাই; কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির অঙ্কুর, যাহা ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলে নিত্যকাল আমারদিগকে তৃপ্ত রাখিবে, তাহার উন্নতি সাধনে কি তত যত্ন করিয়া থাকি? ব্রহ্মপ্রীতির বর্ত্তমান ক্ষুদ্র আকার দেখিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা কদাচ নিরাশ হয়েন না। নদীর প্রস্রবণ এমনি সঙ্কীর্ণ যে শিশু তাহা উত্তরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সেই প্রস্রবণই ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া তীরস্থ প্রদেশ-সকলকে ধন ধান্য সমৃদ্ধিমান্ করিয়া মহা কল্লোল সমন্বিত বেগে সমুদ্র সমাগম লাভ করে। সেই রূপ ব্রহ্মপ্রীতি প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ হইলেও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকের উপকার সাধন করত সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবের সহিত সম্মিলিত হয়। তাহা যত্ন সাপেক্ষ। যত্ন না করিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এই কঙ্করময় ভূমিতে এই অযত্ন সম্ভূত বৃক্ষ-সকল উৎপন্ন হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হয়, আর প্রযত্ন সহকারে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক নানা সুকোমল ভাবের বীজ বিশিষ্ট মনুষ্যের মনোরূপ উর্ব্বরা ভূমি হইতে ঈশ্বর-প্রীতি-রূপ পুষ্প-লতিকার উৎপত্তি ও উন্নতি সাধনে কেন নিরাশ হইব? অতএব আমাদিগের সকলের উচিত যে ঐহিক সুখ লাভের ও অস্থায়ী সংসার পার সেই অভয়-পদ-

প্রাপ্তির একমাত্র কারণ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে সম্যক্ যত্নবান্ হই এবং যত্নবান্ হইতে অন্যকে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ফাল্গুন ১৭৮৩ শক।

অদ্যকার উৎসব দিবসে মনোমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রফুল্লতার হিল্লোলকে এক বার স্বাধীন-রূপে বিচরণ করিতে দেও। সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে গেলে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না—এক বার সাংসারিক ভাবনা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। দিবস তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, ঋতু তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, স্থান তোমারদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে মনোহর বেশ ধারণ করিয়া প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে। যদি প্রফুল্ল না হও; তবে দিবসের প্রতি, ঋতুর প্রতি, স্থানের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, অশিষ্টাচার হইবে। প্রফুল্ল হইতে তোমারদিগকে এতই বা অনুরোধ করিতেছি কেন? বসন্ত-সমীরণের এমনি গুণ, নব পল্লবিত ও মুকুলিত বন ও উপবনের এমনি শক্তি, বিহঙ্গকূজিত সুশব্দের এমনি ক্ষমতা, ঈশ্বর স্মরণের এমনি চমৎকার প্রভাব, যে তোমরা প্রফুল্ল না হইয়া কখনই থাকিতে

পারিবে না। ঈশ্বর আমারদিগকে কত সহজেই আনন্দিত করেন্। এক টুকু স্থানের পরিবর্ত্তনে, একটু কালের পরিবর্ত্তনে, তিনি আমারদিগকে কত আনন্দই প্রদান্ করেন। নিকট-স্থিত নগর হইতে আমরা এখানে আসিয়া কত আনন্দই উপভোগ করিতেছি। প্রতি-বৎসর শীত না যাইতে যাইতে বসন্ত-সমীরণ হঠাৎ প্রবাহিত হইয়া জীব-শরীর এতদ্রূপ প্রফুল্ল করে যে পুত্রশোকে অভিভূত ব্যক্তিও পুলকিত না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। যিনি আমারদিগকে এতদ্রূপ অনায়াসে সুখী করিতে পারেন, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর। মৃত্যুর পরে যে কত সহজে কত প্রকার আনন্দ তিনি প্রদান করিবেন, তাহা এক্ষণে কে বলিতে পারে? "কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে"। যে সুখ-ভাণ্ডার ঈশ্বর আপনার ভক্তের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই। সে সুখ-ভাণ্ডার উপভোগ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের আবশ্যক করে। এমন সহজ ও সুন্দর উপায় থাকিতে আমরা যদি সে সুখ-ভাণ্ডার অধিকার করিবার উপযুক্ত না হই, তবে আমরা কি হতভাগ্য! অহোরাত্র ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অবলোকন কর, অহোরাত্র সেই মঙ্গলময়ের "আনন্দ-জনন সুন্দর আনন" দর্শন্ কর, অহোরাত্র তাঁহার অমৃত সহবাসের

মাধুর্য্য আস্বাদন কর; অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে এক দিন বসন্তের উৎসব কি? বসন্তের উৎসব প্রতি দিনই তোমারদের হৃদয়ে বিরাজ করিবে। ধর্ম্মবীর্য্যে সর্ব্বদা বীর্য্যবান্ থাক, ধর্ম্মোৎসাহে সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত থাক, "দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও" সাংসারিক শোচনায় অভিভূত হইয়া আপনাকে দীন-ভাবাপন্ন ও মলিন করিও না। নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ থাকিবার জন্য ঈশ্বর আমারদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আনন্দ বিতরণ উদ্দেশেই জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সদানন্দ-চিত্ত থাকেন, তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে সম্পাদন করেন ও স্বয়ং কৃতার্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই মঙ্গল-স্বরূপ পুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তাঁহার নিত্য শান্তি হয়। "সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত এবং লক্ষণ।

২৩ মাঘ ১৭৭৫ শক।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠে প্রতীতি হইবেক, যে সমুদয় সভ্য জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে এক এক মহানুভাব ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম সংশোধন পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই মহোপকারী গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থে অতীব যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য স্বদেশস্থ লোকের প্রিয় না হইয়া তাহাদিগের নিন্দার ভাজন ও নিগ্রহের আস্পদ হইয়াছিলেন। এইরূপ ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য, ইউনান দেশে সোক্রাৎ, ও জরমেনি দেশে লূথর নামক মহাত্মা ব্যক্তিদিগের উদয় হইয়াছিল। সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আমারদিগের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে অপ্রকাশ ছিল। সকল লোকে অখণ্ড চরাচর ব্যাপ্ত পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্নরূপে উপাসনা করিতেছিলেন, সত্য কথন ও সত্য ব্যবহাররূপ পরম ক্রিয়াতে অবহেলা করিয়া কেবল হোম পূজাদি বাহ্য অনুষ্ঠানকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেছিলেন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত অনেক তামসিক ব্যাপার মিশ্রিত করিয়া ধর্ম্মের আকার বিকৃত করিয়াছিলেন। এমত সময়ে ধর্ম্ম সংস্কারের উষার আভাস চক্ষুর্গোচর হইল। মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কারের শুক্র তারকের ন্যায় উদয় হইলেন। তিনি স্বদেশের ধর্ম্মকে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত দেখিয়া অত্যন্ত তাপযুক্ত হইলেন, এবং তাহাকে পুনর্জীবিত

করিবার জন্য নানা যত্ন করিলেন। তিনি এই মহৎ ও পবিত্র কার্য্যে কি পর্য্যন্ত আয়াস স্বীকার না করিয়াছিলেন? তিনি এ নিমিত্তে গুরু লোকের দ্বেষ, পরিবারের দ্বেষ, স্বজাতীয়ের দ্বেষ, সকলেরি দ্বেষের আস্পদ হইয়াছিলেন। অন্যায়-পরায়ণ অত্যাচারী রাজা কর্ত্তৃক কোন কারারুদ্ধ বন্দিকে বিমুক্ত করিবার জন্য যদি এক জন সম্যক্ চেষ্টা পায়, আর সেই বন্দি যদি আপনার হিতকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে কি আক্ষেপের বিষয় হয়। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বদেশস্থ লোকদিগকে অযুক্ত কল্পিত ধর্ম্মের কারাগার হইতে বিমুক্ত করিয়া পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনাবৃত সুখপ্রদ বিশুদ্ধ সমীরণে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা তাঁহার প্রতি কত দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিল, তাঁহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। এতদ্দেশে সেই মহাত্মা ব্যক্তির উদয় যদি না হইত, তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারে ও অধর্ম্ম-জালে অদ্যাপি আবৃত থাকিতাম, তাঁহার নিকট আমারদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যিনি আমারদিগের জন্য সত্য-রূপ মহারত্ন বহু আয়াসে উদ্ধার করিয়াছেন, ও যিনি আমারদিগের দুস্তর সংসার পারের সেই একমাত্র উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাক্য পাওয়া সুকঠিন।

রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অতীব যত্ন পাইয়াছিলেন, সে ধর্ম্মের বীজ এই;—

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ।
তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব
মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারো সহিত তাঁহর উপমা হয় না।

একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সকল দেশের জ্ঞানী মনুষ্যের ঐক্য স্থল। এই ধর্ম্মানুযায়ী বাক্য অধিক বা অল্পাংশ সকল দেশের ধর্ম্ম পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধর্ম্ম দ্যুলোকে ও ভূলোকে, বাহিরে ও অন্তরে, অবিনশ্বর জাজ্বল্যমান অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ভাব ও বুদ্ধি এ ধর্ম্মের জনক

জননী,—আলোচনা ইহার ধাত্রী, জ্ঞানিদিগের উপদেশ ও ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ-সকল ইহার অন্নপান।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এই ধর্ম্মের সার বাক্য। ঈশ্বরকে প্রীতি করাই প্রধান ধর্ম্ম, তাহা হইতে শাখা-স্বরূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন নির্গত হইয়াছে। যেমন মীন জল ব্যতীত থাকিতে পারে না, জলই যেমন তাহার জীবন স্বরূপ; তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি সতত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণ কীর্ত্তন ব্যতীত থাকিতে পারেন না; ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণ কীর্ত্তন, তাঁহার জীবন-স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার মন তাঁহার পরম বরণীয় প্রিয়তম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সতৃষ্ণ রহিয়াছে, তিনি সেই দিনের জন্য সতত ব্যাকুল রহিয়াছেন, যে দিনে তিনি তাঁহার জীবনের জীবন ও চির কালের উপজীব্যকে প্রাপ্ত হইবেন। যে প্রীতি-রস সম্পূর্ণ পান করা তিনি আপনার পরম চরম সুখ জ্ঞান করেন, তাহা তিনি এখন অবধিই অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; তিনি এই আশাতে আনন্দিত থাকেন, যে অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের যত স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার প্রীতি-বৃত্তি ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁহাকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করিবে। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয়, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতো তাঁহার প্রিয়। যিনি স্রষ্টা, তাঁহার অবশ্য এমত অভিপ্রায়, যে সৃষ্টির মঙ্গল হউক; অতএব যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মঙ্গল হয়, তাহাকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিতে

হইবেক। সেই প্রিয় কার্য্য করা ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি আপনার মহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন। ন্যায়াচরণ, সত্য ব্যবহার, পরোপকার, তাঁহার প্রিয় কার্য্য। সে কেমন ঈশ্বর-প্রেমী, যে বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি, অথচ তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগের প্রতি অত্যাচার করে। ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, কি স্বধর্ম্মী কি বিধর্ম্মী, সকলেরি উপকার করিতে যত্ন করেন। কেবল মনুষ্যের কেন? জীব মাত্রেরি ক্লেশ দেখিলে তাঁহার হৃদয় সন্তাপিত হয়। তিনি দেখেন যে পরোপকারে ত্রিবিধ সুখ; উপকার মননে সুখ, উপকার করণে সুখ, কৃতোপকার স্মরণে সুখ।

এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তাহার কতিপয় লক্ষণ সংক্ষেপে বলিতেছি।

তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম্মেতে জাতির নিয়ম নাই, সকল জাতীয় মনুষ্যের এ ধর্ম্মেতে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে আলোক প্রদান করিতেছে, ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে প্রাণ দান করিতেছে, ঈশ্বরের মেঘ পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল প্রদান করিতেছে। অতএব কোন এক বিশেষ জাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ-পাত্র হইয়া, সত্য ধর্ম্ম উপভোগ করিবে, আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে, ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সকল মনুষ্যই সেই অমৃত পুরুষের পুত্র-স্বরূপ। ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি

পৃথিবীকে আপনার গৃহ আর সকল মনুষ্যকে আপনার ভ্রাতা স্বরূপ জ্ঞান করেন।

দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম্মেতে উপাসনার দেশ কালের নিয়ম নাই। যে স্থানে যে সময়ে চিত্তের একাগ্রতা হইবেক, সেই স্থানে সেই সময়ে ঈশ্বরেতে মন সমাধান করিবেক। তন্মধ্যে সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকাল আর যে বিরল সমান ও শুচি স্থান সুমন্দ বায়ু সেবিত ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম, তাহাই একাগ্রতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী জানিবে।

তৃতীয় লক্ষণ, এ ধর্ম্মেতে কোন গ্রন্থেরও নিয়ম নাই। ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য যে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাই আমারদিগের আদরণীয় তাহাই সেবনীয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ যদিও আমারদিগের মূল গ্রন্থ, তথাপি ইহা বলিতে হইবেক, যে সজীব ধর্ম্ম কোন পুস্তকে নাই। যে ধর্ম্ম হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূপ থাকে ও কার্য্যেতে প্রকাশ পায় তাহাই সজীব ধর্ম্ম। এমন অনেক ব্যক্তি দেখা গিয়াছে, যাহারা ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ চির কাল পাঠ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহারদিগের কার্য্যেতে কিছুই ধর্ম্ম প্রকাশ পায় না।

চতুর্থ লক্ষণ। এ ধর্ম্ম কোন অদ্ভুত কৃচ্ছ্র সাধন সাপেক্ষ নহে। যে ঈশ্বর জল বায়ু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এমত সুলভ করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা সহস্র গুণে প্রয়োজনীয় জীবাত্মার প্রাণ-স্বরূপ ধর্ম্মকে যে

কষ্ট সাধ্য করিয়াছেন, এমত কখনই সম্ভব নহে। ভক্তি যোগই পরম যোগ। ধর্ম্ম পথের যে স্থান অতি দূরবর্ত্তী বোধ হয়, ভক্তি-প্রসাদাৎ নিমেষ মাত্রে তাহা নিকট হইয়া আইসে। কেবল বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়া আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইয়া তাঁহাতে মনঃ সমাধান করে, সে অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যেমন মলা-যুক্ত দর্পণেতে বস্তুর প্রতিরূপ প্রতিভাত হয় না, তেমনি আত্মা পাপরূপ মলাতে জড়িত থাকিলে ঈশ্বরের প্রতিরূপ তাহাতে কদাপি প্রতিভাত হয় না;—সেই মলা প্রক্ষালন কর, তাহা হইলে ইশ্বরের স্বরূপ আপনা হইতে সহ-জেই তাহাতে প্রতিভাত হইবেক।

পঞ্চম লক্ষণ। এ ধর্ম্মে সংসার পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যখন দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর স্বজাতীয় মনুষ্যের সহিত সহবাসের এক প্রগাঢ় ইচ্ছা আমারদিগকে দিয়াছেন, যখন বন্ধুতা, দয়া, প্রীতি, স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তি দিয়াছেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ সকল বৃত্তি আমরা নির্দ্দোষরূপে চরিতার্থ করি। কামাদি রিপু যাহার বশীভূত হয় নাই, সে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলে তাহার অত্যন্ত বিপদ; আর যে সাধকের কামাদি রিপু বশীভূত হইয়াছে, তাহার আর সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজনকি?

ষষ্ঠ লক্ষণ। বাহ্য আড়ম্বরের সহিত এ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকে ভ্রমবশত কতকগুলি কাল্পনিক ক্রিয়া

ও বাহ্য আড়ম্বরকেই যথার্থ ধর্ম্ম মনে করিয়া পরম ক্রিয়া সত্য ও ন্যায় ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সকলেরই উপর অত্যন্ত নির্ভর করে, কিন্তু তাহারা এক সত্য কথারও মূল্য জ্ঞাত নহে। জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, পরোপকার এই সকল ব্রহ্মোপাসকদিগের ক্রিয়া।

সপ্তম লক্ষণ। এ ধর্ম্মেতে তীর্থের নিয়ম নাই, সকল স্থানই তীর্থ। যেহেতু এমত স্থান নাই, যেখানে তিনি বর্ত্তমান নাই। আকাশ সেই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর, জগৎ তাঁহার মন্দির, বিশুদ্ধ মন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ, যেহেতু তাহা ঈশ্বরের প্রিয়তম আবাস।

অষ্টম লক্ষণ। এ ধর্ম্মেতে অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত। যদি অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ কোন গর্হিত কর্ম্ম কৃত হয়, তবে তাহা হইতে অনুতাপিত চিত্তে বিমুক্তি ইচ্ছা করিয়া সে কর্ম্ম না করিলে দেখা যায় যে করুণাময় পরমেশ্বর সেই পাপ-ভার-প্রপীড়িত চিত্তে আত্ম-প্রসাদরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া লঘুত্ব ও আরোগ্য প্রদান করেন।

বোধ হয় এই কতিপয় লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এ ধর্ম্মেতে যাহার মনের অভি-নিবেশ হইয়াছে, যিনি পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রেম-রসে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার সুখের সীমা কি? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণা তাঁহার এই সকল কার্য্যেতে দেদীপ্যমান দেখিয়া সর্ব্বদা প্রসন্ন-বদন থাকেন, নির্দ্দোষ সাংসারিক সুখ উপভোগ করাতে তিনি

কোন পাপ দেখেন না। করুণাময় পরমেশ্বরের এমন্ত অভিপ্রায় দেদীপ্যমান দৃষ্ট হইতেছে যে তাঁহার করুণা-রচিত সুখ-প্রদ বস্তু-সকল তাঁহার সৃষ্ট জীবেরা নির্দ্দোষরূপে উপভোগ করিবে। তন্নিমিত্তই তিনি বিবিধ সুগন্ধ, বিবিধ সুস্বর, বিবিধ সুদৃশ্য, বিবিধ সুস্বাদ দ্বারা পৃথিবীকে পরি-পূর্ণা করিয়াছেন। তিনি যেন আমারদিগকে সর্ব্বদা এই কথা বলিতেছেন যে "আমার উদার সদাব্রত নির্দ্দোষ রূপে তোমরা উপভোগ কর; কিন্তু তোমারদের প্রীতি বৃত্তির চরিতার্থতা-নিষ্পন্ন প্রকৃত যে সুখ, তাহা আমার প্রতি প্রীতি স্থাপন না করিলে পাইবে না"। ঈশ্বরের রচিত সুখ-প্রদ বস্তু-সকল নির্দ্দোষরূপে উপভোগ করি-বার সময়ই ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত সময়। যখন বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য্য সুখ বিস্তার করে, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে ঈশ্বর উপসনার প্রশস্ত সময়। যখন সুরম্য বিচিত্র পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া নির্দ্দোষ অনুপম সুখ সম্ভোগ করা যায়, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে ঈশ্বরোপসনার প্রশস্ত সময়। যখন এই অসীম আকাশে জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ চন্দ্র বিরাজিত হইয়া সুধাসিক্ত আহ্লাদকর কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে পরম রম-ণীয় অনুপম সুখধাম করে, তখনই কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে তাঁহার উপাসনার প্রশস্ত সময়। যে সময় অন্য লোকের মনে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসার উদয় হয়, সে সময়ে ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির মনে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মহৎ ভাব-সকল উদয় হইতে থাকে।

এইরূপে বিবেচনা করু। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবেক যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। আমারদিগের দেশের সকল লোকের এই ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া উচিত।" এই ধর্ম্মাবলম্বন করিলে দ্বেষ মৎসরতারূপ অনল যাহা আমারদিগের দেশের সকল অমঙ্গলের নিদানভূত হইয়াছে, তাহা নিবৃত্তি পাইয়া আমাদের দুর্ভাগ্য অনেক হ্রাস হইবেক।

এ ধর্ম্ম সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন। পরীক্ষা করিতে কি দোষ আছে? শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব* মহাশয় যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন ও যাহার উন্নতি সাধনে অনেক ধন্যবাদ উপযুক্ত যত্ন ও ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনারা উৎসাহ-বারি সেচন পূর্ব্বক মনোরম জ্ঞান-ফল উৎপাদন করুন, যাহাতে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবেক। হা! এমত দিন কবে উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশস্থ তাবৎ লোক হৃদয় হইতে বলিতে থাকিবেক যে এক মাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, পরমেশ্বর আমারদিগের উপাস্য দেবতা, তাঁহার প্রতি একান্ত প্রীতি আমাদিগের পূজা, সত্য ও পরোপকার আমারদিগের ক্রিয়া এবং বিশুদ্ধ চিত্তই আমারদিগের পুণ্য তীর্থ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

---

* এই বক্তৃতা মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্ম সমাজে পঠিত হয়।

ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

একত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, আমারদের প্রিয় জন্ম-ভূমি এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত হয়; সেই কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমারদিগের একবার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। এই সমালোচনাতে অনেক লাভ আছে! ভবিষ্যতে কি প্রকারে আচরণ করা উচিত, তাহা পুরা কালের ঘটনা আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত লিখিবার ভার ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষেরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। এই ভারটী আমার পক্ষে অতি মনোরম ভার। যে সজীব ধর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বে আমার অল্প ক্ষমতা-নুসারে আমার ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, সেই সজীব ধর্ম্ম অনেক ব্রাহ্মের মনে এক্ষণে সঞ্চারিত দেখি-তেছি। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ধর্ম্ম কেবল বলিবার বস্তু নহে, তাহা করিবার বস্তু। ঐ কথা কেবল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এমত নহে; তাঁহার-দিগের মধ্যে সাধ্যানুসারে কেহ কেহ সেই হৃদ্‌গত প্রত্যয়া-নুযায়ী কার্য্যও করিতেছেন। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মেরই এই গাঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে—কষ্ট বহন করিতেই হইবে। দিন দিন অনেক নূতন লোক আমারদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। আমি আমার সঙ্কীর্ণ শক্তি অনুসারে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলাম,

সেই ধর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া তাহার পুরাবৃত্ত লিখন কার্য্যকে অতি মনোরম কার্য্য জ্ঞান করিতেছি। প্রস্তাবটী অতি মনোরম, আমার ইচ্ছা যে তাহা অতি উৎকৃষ্ট করিয়া লিখি; কিন্তু মনের মত করিয়া লিখিতে আমার অক্ষমতা বোধ করিয়া বিশেষ ক্ষোভ পাইতেছি।

যদ্রূপ অন্ধকার রজনীতে সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে একটী তারকাও আকাশে স্বীয় রমণীয় জ্যোতি দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে আমোদিত করে না, এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার তদ্রূপ অবস্থা ছিল। সকল লোকই পশু উদ্ভিদ্ ও অচেতন মৃণ্ময় বা প্রস্তর নির্ম্মিত পদার্থকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা-রূপে উপাসনা করিত এবং অলীক ক্রিয়া-কলাপই আপনারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনের এক মাত্র উপায় বলিয়া জানিত। কেহই সেই নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিত না। ধর্ম্ম হীনাবস্থায় থাকিলে আর সকলই হীনাবস্থায় থাকে। ভিতরের অন্ধকারের সহিত বাহ্য অন্ধকারের তুলনা কোথায়? এতদ্দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হওয়াতে সে অন্ধকার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। হুগলী জেলার অন্তঃপাতি খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকে ঐ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি তিব্বতাদি নানা দেশ ভ্রমণ

করিয়াছিলেন ও যে যে দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের ধর্ম্ম বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন। পর্য্যটনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; তৎপরে ১৭৪০ শকে বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাহির শিমলার উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যান হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত কয়েক খানি উপনিষদ প্রকাশ করিলেন। সেই সকল উপনিষদের এক একটি ভূমিকা পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি এক একটি প্রবল আঘাত-স্বরূপ হইয়াছে। ১৭৪৫ শকে পাষণ্ডপীড়ন নামক গ্রন্থের উত্তরে 'পথ্য প্রদান' এই কোমল আখ্যা দিয়া প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ খণ্ডন-স্বরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। তিনি উল্লিখিত গ্রন্থসকলে সপ্রমাণ করিলেন যে বেদ, পুরাণ তন্ত্র, সকল শাস্ত্রই এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে নানা শত্রু উত্থিত হইল; রামমোহন রায়ের নিন্দা ও অপবাদের আর পরিসীমা রহিল না। কথিত আছে যে তাঁহার প্রতি বিপক্ষ-দলের শত্রুতা এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি অন্যত্র যাইবার সময় পরিচ্ছদ মধ্যে কিরিচ রাখিতে বাধ্য হইতেন। এই রূপ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আপনার মতের অনুবর্ত্তীদিগকে লইয়া এক উপাসনা সমাজ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেই সমাজ আমারদিগের এই বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজ। ১৭৫১

শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। তিনি এই উপদেশে ঐ সমাজ স্থাপন করিলেন যে সকল জাতীয় লোকেরা একত্র হইয়া সেই এক মাত্র অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। সমাজ স্থাপনে তাঁহার যে এ অভিপ্রায় ছিল, তাহা সমাজ-গৃহের দান পত্রে প্রকাশিত আছে। এই দান-পত্রে উক্ত হইয়াছে।

'যে কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া পবিত্র ও নম্র ভাবে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্ব-পাতা অকৃত অমৃত অগম্য পুরুষের উপাসনার অভিলাষ করে, তাহাদের সমাগমের জন্য এই সমাজ-গৃহ সংস্থাপিত হইল। যে কোন লোক, বা যে কোন সম্প্রদায়, নাম রূপ-বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে; এখানে তাহার উপাসনা হইবেক না। * * * *
* * * * *
যাহাতে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্ব-পাতা পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি ও আত্মা উন্নত হয়; যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা সাধু-ভাবের সঞ্চার হয়; যাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকদিগের মধ্যে একটী ঐক্য-বন্ধন হয়; উপাসনার সময় এই প্রকার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ব্যবহৃত হইবেক না।'

প্রথমে কমল বসুর বাটীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্ম-সমাজ হইত; তথায় এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্ত্তমান সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল

এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা হইতে লাগিল। সমাজ-দিবসে সূর্য্যাস্তের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইহার এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত; সে ঘরে কেবল ব্রাহ্মণেরা যাইতে পারিতেন। তৎপরে তাহার যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন; তৎপরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্যে মধ্যে নূতন ব্যাখ্যান রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তৎপরে ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত।

ব্রাহ্ম-সমাজের বিপক্ষে ধর্ম্মসভা নামে এক সভা কলিকাতায় সংস্থাপিত হইল। ধর্ম্মসভার সভ্যেরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অতিশয় দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরব রক্ষার জন্য রামমোহন রায় বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জন্য সমাজের অনেক ব্যয় হইত। সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরি, রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মল্লিক, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ, এবং তেলিনী পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা রামমোহন রায়কে অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন। প্রথম কোন মহৎ অনুষ্ঠান করা কঠিন কর্ম্ম। প্রথম অনুষ্ঠাতারা সফল করিয়া উঠিতে পারেন না, ইহাতে কিন্তু তাঁহাদিগের গৌরবের কিছু

হানি হইতে পারে না। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন তন্মধ্যে তিনটী প্রধান প্রয়োজন রামমোহন রায়ের সময় সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না; কেবল উপনিষদের শ্লোক ও বেদান্ত-সূত্র সকলের ব্যাখ্যান হইত। দ্বিতীয়তঃ তখন ব্রাহ্ম-দল বলিয়া দল-বদ্ধ কোন সম্প্রদায় ছিল না; তখন প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য; যাহা সকল ধর্ম্ম-মূলে নিহিত আছে; যাহা তর্ক-তরঙ্গ দ্বারা কখনই আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে পারে না ও যাহা সকল মনুষ্যের হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজমান আছে: এক্ষণে যেমন সেই আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্যের উপরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে স্পষ্ট-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এরূপ তখন ছিল না। ইহা যথার্থ বটে যে রামমোহন রায় সেই আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সকলের পরীক্ষা করিতেন। তিনি কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থের সকল বাক্যেতে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে আত্ম-প্রত্যয়কে যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এক মাত্র পত্তন-ভূমি বলিয়া স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, তখন এ রূপ হয় নাই। এক্ষণে যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন করা হইয়াছে, তখন সে রূপ হয় নাই। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এক বৎসর পরে ১৭৫২ শকে রামমোহন রায় ইংলণ্ডদ্বীপে গমন করেন। তিনি ইং-লণ্ডে গমন করিলে সমাজ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল। যাঁহারা অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই

স্বীয় স্বীয় দাতব্য রহিত করিলেন; কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যাবৎ জীবিত ছিলেন, তাবৎ প্রতি মাসে প্রথমে ৬০ টাকা, পরে ৮০ টাকা করিয়া দিতেন, তাহাতেই সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। অত্যল্প লোক প্রতি বুধবারে সমাজে উপস্থিত হইতেন; পরিশেষে এমন হইল যে কেবল ১০। ১২ জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। তথাপি তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয়-প্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত সমাজ যে জীবিত ছিল, তাহা কেবল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে। ঐ মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সভা কি রূপে সংস্থাপিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত অতি কৌতুহল-জনক। আমারদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। যৌবন কালে যখন ঐ সভার সংস্থাপকের মন অত্যন্ত ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ছিল, যখন তিনি সত্য ধর্ম্ম লাভার্থে নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত ছিলেন, যখন ঐশ্বর্য্যের ও ইন্দ্রিয়-সুখের নানাবিধ প্রলোভন সত্ত্বেও ঈশ্বরের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা তাঁহার মন প্রবল-রূপে আকৃষ্ট হইতেছিল; সেই ব্যাকুলতার সময়ে তিনি এক দিবস রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ঈশোপনিষদের এক খানি পরিত্যক্ত পত্র পাইলেন, সেই পত্রে পরব্রহ্মের নামের উক্তি দেখিলেন; কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ভাষা না জানাতে তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ প্রকার গ্রন্থের অর্থ করিতে পারেন, ইহা শুনিয়া বিদ্যা-

বাগীশ মহাশয়কে ডাকাইলেন। সেই কালাবধি তত্ত্ববো-ধিনীর সংস্থাপক বেদ ও বেদান্তাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন ও সেই সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার এই ইচ্ছার উদয় হইল যে যে সকল ধর্ম্ম-ভাব তখন তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল, তাহা আপনার প্রিয় বান্ধবদিগকে জ্ঞাপন করেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহারদিগকে এক দিন আহ্বান করিলেন। সে দিবস প্রথমে উপনিষ-দের ব্যাখ্যা হয়, তৎপরে বক্তৃতা হয়, বক্তৃতা হইলে পর উপস্থিত বন্ধুদিগের মধ্যে এক জন প্রস্তাব করিলেন যে ধর্ম্মালোচনা জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হয়; সকলেই সেই প্রস্তাবে পোষকতা করিলেন ও মহোপকারিণী তত্ত্ব-বোধিনী সভা সংস্থাপিতা হইল। ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিনে এই সভা জন্ম গ্রহণ করেন! সেনাপতির জয় লাভের ন্যায়, অথবা রাজপুরুষদিগের সর্ব্বত্র ঘোষিত কার্য্যের ন্যায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপন সাড়ম্বর নহে; কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে উক্ত সভা সংস্থাপনের গৌ-রব তদপেক্ষাও অধিক। যে সভা দ্বারা সত্য ধর্ম্ম এত-দ্দেশে এতদ্রূপ আন্দোলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, যে সভার যত্ন দ্বারা আমারদের প্রিয় মাতৃভাষা অনেক প-রিমাণে উন্নত হইয়াছে, যে সভার প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিবিধ জ্ঞান রত্নাকর স্বরূপ; বঙ্গ দেশের ভাবি পুরাবৃত্ত লেখকের উচিত, সে সভার সংস্থাপনকে মহৎ ঘটনা জ্ঞান করেন। তত্ত্ববোধিনী সভাতে উপনিষদের

ব্যাখ্যা হইত ও বক্তৃতা হইত। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ যত দিন জীবিত ছিলেন, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপককে বিশিষ্ট রূপে সাহায্য করিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মত প্রচার জন্য রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলেন এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রচারে কৃত-যত্ন হইলেন। তাঁহারা ঐ ধর্ম্মের প্রচার জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। ঐ পাঠশালাতে সংস্কৃত বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করান হইত। উপনিষদ্ পড়াইবার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। ঐ পাঠশালা প্রথমতঃ কলিকাতায় ছিল; পরে ১৭৬৫ শকে বংশবাটী গ্রামে স্থাপিত হয়। সেখানে ৪ বৎসর থাকিয়া ১৭৬৯ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হওয়াতে উহা রহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা চারি ব্যক্তিকে চারি বেদ অধ্যয়ন জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকা, প্রথম প্রকাশাবধি ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ছিলেন। তিনি নানাবিধ বিষয়ে সুচারু প্রস্তাব-সকল লিখিয়া পত্রিকাকে অলঙ্কৃত ও তাহার মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৭৬৮ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের

ভার গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য-প্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রকৃতরূপে উপাসনা যাহাকে বলা যায়, তাহা ছিল না; বর্তমান উপাসনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে অবলম্বিত হইল। তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক দেখিলেন, যাঁহারা সমাজে উপদেশ শ্রবণ করিতে আইসেন, তাঁহারা পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কাল্পনিক ধর্ম্মের অনুশাসন সকলই পালন করেন, এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসকের ন্যায় কোন কার্য্যই করেন্ না। অতএব যাঁহারদিগের এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারদিগকে বর্ত্তমান লৌকিকাচার পৌত্তলিকতা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণের রীতি প্রচলিত করিলেন। সে প্রতিজ্ঞা এই।

১ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল দাতা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, এক মাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২ পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩ রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫ পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬ যদি মোহ বশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

কোন ব্রাহ্ম-সমাজে আচার্য্য বা উপাচার্য্যের নিকটে উক্ত প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি সমাজে আসিতে না পারেন, তবে কোন ব্রাহ্মের সাক্ষাতে ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেও তিনি ব্রাহ্ম মধ্যে গণ্য হন। ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ দিবসে সর্ব্ব প্রথমে বিংশতি জন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কাশীতে প্রেরিত ব্যক্তিরা যখন বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আইলেন; তখন তত্ত্ববোধিনী সংস্থাপক মহাশয় বেদের ভিতর কি আছে, ইহা যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে লাগিল যে বেদের সকল বাক্য অভ্রান্ত-রূপে গণ্য করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল সত্য, সকল ধর্ম্মের মূলে নিহিত আছে; যাহা মনুষ্যের দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে না; যাহা আপনা আপনি সকল মনুষ্যের হৃদয়ে উদিত হয়; যাহা কখনই মানব মন হইতে অন্তর্হিত হয় না: যাহার প্রমাণ জগতের

অস্তিত্বের প্রমাণের ন্যায় এক মাত্র আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ; সেই সকল সত্যের সহিত বেদ ও উপনিষদের অনেক স্থলের অনৈক্য দেখিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক মহাশয় স্থির-নিশ্চয় হইলেন যে এই সকল গ্রন্থের সকল বাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না,—তাহা সম্যক-রূপে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে পারে না। অতএব তিনি এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই আমারদিগের বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ডে উপনিষদ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন ঋষিদিগের প্রোক্ত ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে; বোধ হয়, এমন কোন জাতি নাই, যাহারদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঐ সকল বাক্য অপেক্ষা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্টতর বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে দ্বিতীয় খণ্ড, তাহা অষ্টাদশ স্মৃতি, মহাভারত, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের অতি কর্ত্তব্য সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহের সুন্দর উপদেশ বাক্য-সকল আছে। ইহার প্রতি খণ্ড ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই রূপে তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংকলিত করিয়া ইহার সার মর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-দিগের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-বীজে নিহিত করিলেন। সে বীজ এই।

১ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমে-

কমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বসক্তিমৎধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

১ পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২ তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার একমাত্র, অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র, ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩ এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪ তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই বীজ, সকল ব্রাহ্মের ঐক্যস্থল। এই বীজ আমারদিগের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সূত্র-স্বরূপ। ইহাতে এমন একটী বাক্য নাই, যাহা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য-মূলক নহে। ইহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার হয় না, এবং তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করাও যায় না। ইহা ঈশ্বরের লক্ষণ এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি সুন্দর অথচ সংক্ষেপ-রূপে ব্যক্ত করিতেছে। ১৭৭২ শকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত

হয়। রামমোহন রায়ের সময়ে যে তিনটী অভাব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মোচন হইল। উপাসনা-প্রকরণ প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্ম-দলের সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মকে শাস্ত্র-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের উপর পত্তন করা গেল এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সাধন হইলে পর ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হয়। ভঙ্গ হইবার সময় ঐ সভা স্বকীয় সমস্ত ভার ও সম্পত্তি ব্রাহ্ম-সমাজে অর্পণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ধাত্রীর কার্য্য করিয়া অবসৃত হইলেন। যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা হইতেছিল, তাহা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা হইয়া থাকে। ১৭৮১ শকের ১১ পৌষে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়, তাহাতে ধর্ম্ম-প্রচার সামঞ্জস্য রূপে যে উপায়ে সংসাধন হইতে পারে, তাহার বিধান হইয়াছিল ও সমাজের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রচারের সভা ছিল ও ব্রাহ্মসমাজ কেবল উপাসনা সমাজ ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার ভঙ্গ হওয়াতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের ভারও ব্রাহ্ম সমাজকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের সংস্থাপন উক্ত কার্য্য সাধন করিবার এক প্রধান উপায় জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম-কর্ত্তারা ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গলাতে

ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরাজীতে সুচারু রূপে উপদেশ দেন। বর্ত্তমান শকের ভাদ্র মাসে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়, তাহার ফল অতি সন্তোষ-জনক বলিতে হইবেক। ৩০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে ১০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। যখন এত গুলি যুবা পুরুষকে উৎসাহ-পূর্ণ নয়নে ঈশ্বর-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে একত্র সমাগত দেখা যায়, তখন সত্য ধর্ম্মানুরাগী স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তির মন কি পর্য্যন্ত না উল্লসিত হয়? ব্রহ্ম-বিদ্যালয় দ্বারা মহোপকার সাধন হইতেছে। সেই উপকার-সকলের প্রধান মূলীভূত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অসাধারণ বাক্-পটুতা, যত্ন ও উৎসাহ।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে প্রতীত হইবে যে ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে সমাজে যে প্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অতিশয় সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে সমাজের বেদী হইতে যে সকল ব্যাখ্যান বিবৃত হয়, তাহা হৃদয়ের অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করে। পূর্ব্বে যে সকল গান গীত হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল না, এক্ষণে যে সকল সঙ্গীত হয়, তাহা চিত্তকে এ রূপ আর্দ্র করে, আত্মাকে এতদ্রূপ উমত্ত

করে যে তাহা বর্ণনাতীত। এক্ষণে কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারের পুরুষেরা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে একত্রিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন, দুই একটী ব্রাহ্ম পরিবারে স্ত্রীলোকেরাও এই রূপ উপাসনা করিয়া থাকেন। একটী ব্রাহ্ম পরিবারের একেবারে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহার মহোন্নতি তখন সাধন হইবে, যখন পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মদিগের কোন সংস্রব থাকিবে না। ঈশ্বর সত্যের পরম নিধান, ঈশ্বর সত্যের সত্য; তিনি আত্মাপহারিকে কখনই প্রকৃত জয় প্রদান করেন না। যত কাল পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মিশ্রিত থাকিবে, তত কাল এ ধর্ম্মের প্রকৃত জয় লাভ হইবেক না। পৌত্তলিকতার অধীনতা স্বীকার করিয়া কি তাহাকে কখন পরাজয় করা যাইতে পারে? পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব আমারদিগের ধর্ম্মের অধিকতর উন্নতির যেমন একটী প্রতিবন্ধক, এ ধর্ম্মের প্রচারক না থাকা সে উন্নতির তেমনই আর একটী প্রতিবন্ধক। ইহা যথার্থ বটে যে পৌত্তলিক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মই এই ধর্ম্মের প্রচারকের স্বরূপ হইয়া উঠিবেন কিন্তু এমন কতক গুলিন লোক সংগ্রহ করা উচিত, প্রচার যাঁহারদের ব্রত ও এক মাত্র জীবনের কর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোন্নতি তখন সাধিত হইবে, যখন বিশুদ্ধ চরিত্র জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্ম-সকল আপন ইচ্ছায় নগরে নগরে, গ্রামে, গ্রামে,

গমন করিয়া লোকের কটূক্তি ও অপমান ও নিগ্রহ তুচ্ছ করিয়া এই ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং দহ্যমান দারু নিঃসৃত অনলোপম উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম-প্রীতি-শূন্য নিরুৎসাহ ব্যক্তিদিগের মন উৎসাহ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া যাবতীয় কুসংস্কার ও অধর্ম্ম-বন ছেদন করিবেন। কষ্ট-সহিষ্ণুতা বিষয়ে তাঁহারদিগের শরীর লৌহ সমান হইবে; উৎসাহ বিষয়ে তাঁহারদিগের মন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইবে। যাঁহারা এই গুরুতর কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই যথার্থ শূর নামের উপযুক্ত। তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের সেনাপতি হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবেন। হা! ব্রাহ্মদলের অলঙ্কার-স্বরূপ এবং প্রকার শূর-সকল আমারদিগের মধ্যে কবে উদয় হইবেন?

—

ব্রহ্মস্তোত্র।

ব্রহ্মস্তোত্র

হে জগদীশ্বর! সুশোভন দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে, তাহা একারণে নহে, যে তুমি আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইতেও আমারদিগের সমীপে তুমি জাজ্বল্যতর প্রকাশমান আছ; কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকল আমারদিগকে মহামোহে মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। অন্ধকার মধ্যে তোমার জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না। "তমসি তিষ্ঠন্তমসোঽন্তরোয়ং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং।" তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতে আছ। তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ;—তুমি মেঘেতে আছ, তুমি বৃষ্টিতে আছ;—তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ, হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক্ প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যেতে দীপ্যমান রহিয়াছ, কিন্তু প্রমাদী, ও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে এক বারও স্মরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকে ব্যাখ্যা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমার ... প্রকার অচেতন স্বভাব যে বিশ্ব-নিঃসৃত এতদ্রূপ মহান্ নাদের প্রতি

আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমারদিগের চতু-র্দ্দিকে আছ, তুমি আমারদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমারদিগের অন্তর হইতে দূরে ভ্রমণ করি; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না, এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠানকে অনুভব করি না। হে পরমাত্মন্! হে জ্যোতি ও সৌন্দ-র্য্যের অনন্ত উৎস! হে পুরাণ, অনাদি, অনন্ত,সকল জীবের জীবন! যাহারা আপনারদিগের অন্তরে তোমাকে অনু-সন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি তো-মাকে অনুসন্ধান করে! যে সকল বস্তু তুমি আমারদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহারা আমারদিগের মনকে এতদ্রূপ আ-কৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যে প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয়-ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণ-কালের নিমিত্তে তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ! তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি পদার্থ? এই সংসারের নির-র্থক পদার্থ সকল—অস্থায়ী পুষ্প—হ্রসমান স্রোতঃ—ভঙ্গুর প্রাসাদ—ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র—দীপ্তিমান ধাতুর রাশি আমা-রদিগের মনে প্রতীতি হয়, আমারদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে, আমরা তাহারদিগকে সুখদায়ক বস্তু জ্ঞান করি; কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে তাহারা আমারদিগকে যে সুখ

প্রদান করে, তাহা তুমিই তাহারদিগের দ্বারা প্রদান কর। যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্য আমারদিগের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি এতদ্রূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎ পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ, তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তুমি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ," এ নিমিত্তে যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনারদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না—হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। আমরা কি দুর্ভাগ্য! আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর ছায়াকে সত্য জ্ঞান করি। যাহা কিছুই নহে তাহা আমারদিগের সর্ব্বস্ব, আর যাহা আমারদিগের সর্ব্বস্ব তাহা আমারদিগের নিকটে কিছুই নহে। এই বৃথা ও শূন্য পদার্থ সকল, অধঃস্থায়ী এই অধম মনেরই উপযুক্ত। হে পরমাত্মন্! আমি কি দেখিতেছি? তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি। যে তোমাকে দেখে নাই সে কিছুই দেখে নাই; যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই, সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই; তাহার জীবন স্বপ্ন স্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী, তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রাম স্থান নাই। কি সুখী সেই আত্মা; যে তোমাকে অনুসন্ধান করে, যে তোমাকে দেখিবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে। কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী, যাহার প্রতি

তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রু-সকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতি-পূর্ণ কৃপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হইয়াছে। হা। কত দিন, আর কত দিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব, যে দিনে তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং বিমল কামনা-সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ-স্রোতে প্লাবিত হইয়া কহিতেছে যে হে জগদীশ্বর। তোমার সমান আর কে আছে। এই সময়ে শরীর অবসন্ন হইতেছে, জগৎ লুপ্ত হইতেছে, যখন আমি তোমাকে দেখিতেছি, যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর এবং আমার চির কালের উপজীব্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

— ——